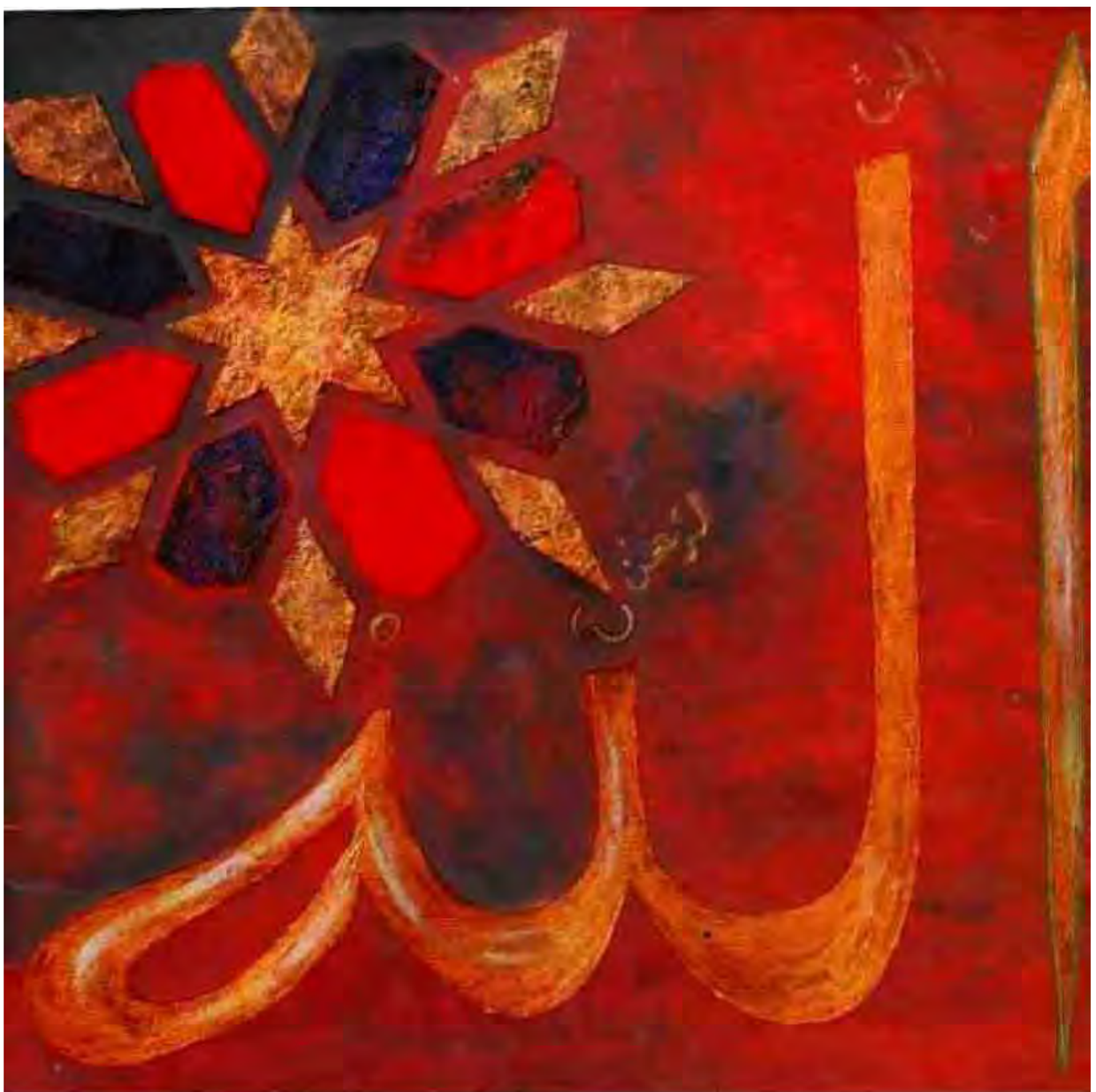

বিচারনীতিতে রাসূলুল্লাহ'র বিশেষত্ব

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

اَلْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ

বিচারনীতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব

মূল

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনা

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

প্রথম ভূমিকা

দ্বীনের মূলনীতি সমূহের জ্ঞানে এ কথা প্রমাণিত যে, ওলীগণের কারামত সমূহ প্রমাণ করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের নীতি ও সিদ্ধান্ত এটি যে, প্রত্যেক মুজিযা ওলীর জন্য কারামত রূপে সংঘটিত হতে পারে এবং এমনসব কারামাত যা এ উম্মতের ওলীগণ যেমন- সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈনে ইযাম ও পরবর্তীতে আগত ওলীদের কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে- তা পেছনের উম্মতদের মধ্যে কোন উম্মতের ক্ষেত্রেও সংঘটিত হতে পারে।

যে ব্যক্তি এ বিষয়ে রচিত পুস্তকাদি ও সালফে সালেহীনদের ঘটনা সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করবে তার নিকট আমাদের বর্ণিত বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাস্তব কথা এটি যে, প্রত্যেক ঐ কারামত যা কোন ওলীর নিকট নবীর অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা ঐ নবীর প্রতিই সম্পৃক্ত হবে যার সে অনুসরণ করে এবং এটি ঐ নবীর মুজিযা সমূহের মধ্যে একটি মু'জিযা বলে গণ্য হবে। কারণ ওলীর এ কারামত ঐ নবীর অনুসরণ, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন, তার আনীত সকল বিধান গ্রহণ ও তার শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার বদৌলতে অর্জিত হয়। যদি ধরে নেয়া হয় সে আপন নবীর বিরুদ্ধাচারণ করেছে তাহলে বিরুদ্ধাচারণ করার মাধ্যমে তার কারামত অর্জিত হতে পারে না।

আর যদি ওলী ঐ কারামতকে এ কথার প্রমাণ বানায় যে, এই কারামত আপন নবীর বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে তার অর্জিত হয়েছে, তাহলে আমরা সেটিকে কারামত বলবো না; বরং সেটিকে তামভীহাত বা ধোঁকা, অবান্তর ঘটনা ও শয়তানী অবস্থা সমূহের মধ্যে গণ্য করব। অতএব অনুসরণকারীদের স্বীয় নবীর অনুসরণের কারণেই কারামত লাভ হতে পারে। এজন্য যে, যে কারামত কোন ওলীর লাভ হয় তা এ বিষয়টি যথার্থ হওয়ার উপর দলীল স্বরূপ যার উপর সে প্রতিষ্ঠিত এবং তার জন্য কারামত অর্জন সম্ভবপর বানানোর মাধ্যমে ঐ রাসূলের শরীয়তই। অতএব তার কারামত ঐ নবীর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ।

মু'জিযার পরিচয়

আমাদের মতে মু'জিযা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ অস্বাভাবিক ও অলৌকিক বিষয় যা নবুয়তের দাবীদারদের সত্যতা নির্দেশক।

আপত্তি : মু'জিযা এমন অস্বাভাবিক বিষয় হয়ে থাকে যা নবুয়তের দাবীর সাথে সম্পর্কিত; কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতসমূহ নবুয়তের দাবীর সাথে সম্পৃক্ত হয় না। অতএব তাদের কারামত সমূহ মু'জিযার অন্তভূর্ক্ত নয়?

উত্তর : আমরা বলছি, মু'জিযার সংজ্ঞার উপর অভিযোগকারীদের এ অভিযোগ যথার্থ হতে পারে না। কেননা সংজ্ঞায় তাদের এ উক্তি "তা নবুয়তের দাবীর সাথে সম্পৃক্ত হয়" এর অর্থ এটি নয় যে, মু'জিযা প্রদর্শনকারী মু'জিযা প্রকাশের সময় নবুয়তের দাবী উল্লেখ করবে। কারণ হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত এমন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা মু'জিযা হওয়ার উপর সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে, যেগুলো তাঁর মু'জিযা ছিল কিন্তু তিনি সেগুলো প্রকাশের সময় নবুয়তের দাবী উল্লেখ করেননি; বরং দাবী অনুযায়ী শুধু মু'জিযাসমূহ অর্জিত হওয়াই যথেষ্ট জেনেছেন। আর মু'জিযা নবুয়তের দাবীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এটিই ভাষ্য।

এরূপ আরো অসংখ্য মু'জিযা রয়েছে যা তাঁর জাহেরী ওফাতের পরে প্রকাশ পেয়েছে। আর কতগুলো এমন রয়েছে যা অদৃশ্য জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, এগুলো প্রকাশ পাবে। এগুলোর মধ্যে অনেকটি শেষ যুগে প্রকাশ পাবে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালামের অবতরণ করা ইত্যাদি। তাহলে তাঁর জাহেরী ওফাত (বাহ্যত: পরলোক গমন) এর পর এসব বিষয় সংঘটিত হওয়া ঐ মুজিযা সমূহ থেকে কি প্রকাশ পেল না? কেননা এটি তাঁর সত্যতা প্রমাণ করছে এবং এজন্যও যে, তাঁর দাওয়াত কিয়ামতাবধির জন্য ব্যাপ্ত।

আর এ উম্মতের মধ্যকার আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামতসমূহ এরই অন্তর্ভূক্ত। কারণ এগুলো তার সত্যতা প্রমাণকারী। আর যেসব কারামতসমূহ তাঁর দ্বীন প্রচারকালীন সময়ে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোও বাস্তবিক পক্ষে তাঁরই মু'জিযা ছিল।

দ্বিতীয় ভূমিকা

সন্দেহাতীতভাবে প্রত্যেক ঐ মুজিযা যা হযরত সায়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো আমাদের প্রিয় রাসূলের মু'জিযাও বটে এবং তার সত্যতার প্রমাণও। কেননা সকল নবীগণ স্ব-স্ব গোত্রকে তার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদেরকে বলেছেন যে, এ মহিমান্বিত রাসূলের দাওয়াত ব্যাপক ভিত্তিক (عام) হবে। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

"এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট ওই রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তার উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবে। এরশাদ করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করলো, আমরা স্বীকার করলাম। ইরশাদ করলেন, তবে তোমরা একে অপরের সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফরমান 'ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ' তে হুজুর নবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন, তাকে সাহায্য করা এবং তাঁকে রাসূলরূপে প্রেরণের ব্যাপারে সম্মানিত নবীগণ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর হুজুর

---

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮১

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইরশাদ করেন,

«لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمْ يَسَعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِيْ».

"পার্থিব জগতে যদি মূসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন, তাহলে তার জন্যও আমার অনুসরণ বৈ উপায়ন্তর থাকতো না।"[৬]

অনুরূপভাবে অবতরণের পর সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম আমাদের ইমামের (ইমাম মাহদী) পেছনে নামায আদায় করবেন। অতএব প্রত্যেক নবীর মু'জিযা আমাদের প্রিয় রাসূলের দাবীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ।

প্রত্যেক নবীই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদের সম্প্রদায়কে আমাদের নবীয়ে মুকাররাম, তাজেদারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিয়েছেন। এবং তার পবিত্র শরীয়তের উপস্থিতির পর আপন শরীয়তকে রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য সকল নবীগণের মু'জিযাসমূহ আমাদের নবীর সত্যতার উপর দলীল এবং সাথে সাথে ঐ মু'জিযাসমূহ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাও বটে।

মু'জিযা সমূহের মধ্যে এটি শর্ত নয় যে, তা নবুয়ত দাবীকারীর হাতে দাবী প্রকাশের প্রাক্কালেই সংঘটিত হবে এবং অনেক সময় এমন অসংখ্য অস্বাভাবিক কর্মকান্ড ঐ নবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য সংঘটিত হয়ে যায়, যা মূলতঃ নবুয়ত প্রকাশের সাথেই প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন- ঐসব অলৌকিক বিষয় যা ফাতরাত (দুই নবীর মধ্যকার একজনের তিরোধানের পর অন্যজনের আবির্ভাবের অন্তবর্তী সময়)'র যুগে সংঘটিত হয়েছে। এমন অবস্থাদি যা রাসূলে পাকের শুভজন্ম অতঃপর প্রথম ওহী অবতরণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

হে প্রিয় ভাই! বর্ণিত ভূমিকাদ্বয় তোমার নিকট হুজুর নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা সমূহের ব্যাপ্তি ও আধিক্য উত্তমরূপে প্রতিভাত করছে যে, অন্যান্য নবীদের মু'জিযাসমূহ প্রকৃত পক্ষে তাঁরই মু'জিযা ছিল। তাহলে এরপর এটি কীভাবে সম্ভব যে, যা কিছু সর্বশেষ ধরাধমে আগত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে নিয়ে

---

[৬]. তাফসীরে বাহরুল মুহীত, সূরা কাহাফ, ৬৫ নং আয়াতের অধীনে, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৯

এসেছেন তা সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গতর ও উত্তম হবে না। (আল্লামা যামলাকানীর বর্ণনা সমাপ্ত হল)

শায়খ তাকীউদ্দীন সুবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহির[৭] (৬৮৩-৭৫৬ হি:) কিতাব 'আস সাইফুল মাসলূল আলা মান সাব্বার রাসূল'[৮] এর মধ্যে রয়েছে যে, ইমাম আবু দাউদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৯] (২০২-২৭৫ হি:) সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহির[১০] (১৬৪-২৪১ হি:) নিকট হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ফরমান প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যখন একজন ব্যক্তি তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছে, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, আমি কি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ার কারণে হত্যা করবো না? তিনি ইরশাদ করলেন, না। এজন্য যে, এ নির্দেশ প্রদান করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কারো জন্য বৈধ নয়।

---

[৭]. শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আলী বিন আবদুল কাফী বিন আলী আস সুবকী আল আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনি মিশরের সুবক নামক এলাকায় জন্মলাভ করেন। ফিকাহ শাস্ত্র তদীয় পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং অন্যান্য আলেমগণ থেকেও ফয়েজ লাভে ধন্য হন। কায়রোতে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। জ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয় যেমন- তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, লুগাত, আদব ইত্যাদিতে পূর্ণ দক্ষতা ছিল। তার প্রসিদ্ধ রচনাবলী হলো আল ইবতিহাজ ফী শারহিল মিনহাজ লিন নবভী, আদ দুরারুল আযীম ফি তাফসীরি কুরআনিল আযীম, আস সাইফুল মাসলূল আলা মান সাব্বার রাসূল, শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারতি খায়রিল আনাম ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬১, আল ই'লাম, খন্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ৩০২)

[৮]. আস সাইফুল মাসলূল আলা মান সাব্বার রাসূল (রাসূলে পাকের প্রতি কটুক্তিকারীর বিরুদ্ধে শানিত তরবারী) কৃত: শায়খ তাকীউদ্দিন আলী ইবনুল কাফী আস সুবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি এ গ্রন্থকে চারটি পর্বে সংকলিত করেছেন। রমজানুল মুবারক ৭৩৪ হিজরীতে তিনি এ গ্রন্থের সংকলন সমাপ্ত করেন। (কাশফুয যুনুন খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০১৮)

[৯]. হাফেজুল হাদীস, মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আল আশআছ বিন ইসহাক বিন বশীর বিন সাদ্দাদ আল আযদী আস সিজিস্তানী; তার প্রসিদ্ধ রচনাবলী হচ্ছে আস সুনান, আল মারাসীল, কিতাবুয যুহদ ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৮৪, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৩ পৃষ্ঠা : ১২২)

[১০]. হাদীস ও ফিকহের ইমাম, হাম্বলী মাজহাবের প্রবর্তক আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ শায়বানী আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তার অনবদ্য রচনা আল মুসনাদ, কিতাবুয যুহদ, আল মানাসিক ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬১, আল ই'লাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৩)

সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা বৈধ ছিলনা যতক্ষণ না মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তিনটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া না যেত। ১. ঈমান আনয়নের পর কুফরী করা। ২. ইহছান বা বিবাহের পর ব্যভিচার করা। ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্য করা।[১১]

অথচ নবীয়ে করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্বাধীন ছিল যে, তিনি ঐ তিনটি বিষয় না পাওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে দিতেন। অতএব এটি তার বিশেষত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশও প্রদান করতে পারতেন। যার ব্যাপারে এমন কোন কারণ ও অভিযোগ লোকদের জ্ঞাত না থাকে যা তার হত্যাকে বৈধ করে। কিন্তু এরপরও লোকদের উপর আবশ্যক হলো যেন তারা ঐ ফায়সালার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে। কেননা তিনি ঐ কথার নির্দেশ দেন যেটির নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ করেন। আর এ বিশেষত্বদ্বয় শাহিনশাহ খোস খিসাল পায়করে হুসনো জামাল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো লাভ হয়নি।

তার জাহেরী তিরোধানের পর দ্বিতীয় বিশেষত্বটির দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রথম বিশেষত্ব যেটিতে গালিদানকারীকে হত্যার নির্দেশ রয়েছে সেটি রুদ্ধ হয়নি। অতএব সম্মানিত ইমামগণ তার ঐ বিধানদ্বয় কার্যকর ও বাস্তবায়নে তার স্থলাভিষিক্ত।

শায়খ তাকীউদ্দিন সুবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালাম ঐ বালককে কুফরী প্রকৃতির হওয়ার কারণে হত্যা করেছিল, তাহলে এটি তার সাথেই বিশেষিত। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন শিশুকে হত্যা করা কোন অবস্থায় বৈধ নয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালামের মতো কতিপয় আউলিয়ায়ে কেরামদেরকে শিশুর অবস্থার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন, তাহলে এরপরও শরয়ী বিধানের আলোকে ঐ শিশুকে হত্যা করা বৈধ নয়।

---

[১১]. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, باب الحكم فى من سب النبى ﷺ, হাদীস : ৪৩৬৩, খন্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ১৭৩

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, নজদা আল হারুরী[১২] তাকে একটি পত্র লিখলেন, যাতে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ঐ সব প্রকৃতির শিশুদেরকে কি হত্যা করতে পারবে? তখন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা লিখে পাঠালেন, যদি তুমি খিযির হও এবং মুমিন ও কাফিরের অভিজ্ঞান রাখো, তাহলে তাদেরকে হত্যা করো।

এটি দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নজদার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান, সেটিকে অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করণ এবং হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালামের ফয়সালা থেকে প্রমাণ গ্রহণের সম্ভাবনা ও প্রত্যাশাকে নিঃশেষ করার ইচ্ছা করেছেন।[১৩]

তার উদ্দেশ্য কখনো এটি ছিলনা যে, যদি তার (নজদার) মা'রিফাত অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা বৈধ হবে। কেননা শরীয়ত এটি দাবী করেনা। এজন্য যে, শিশুরা এখনো কাফের নয় বরং পরবর্তীতে কাফের হবে। তাহলে যে বস্তু (কুফর) এখনো পর্যন্ত হাসেল হয়নি সেটির কারণে কীভাবে হত্যা করা যেতে পারে।

অকাট্য বর্ণনা এটি যে, শিশুদেরকে প্রকৃত কুফর কিংবা মৌলিক ঈমানের সাথে বিশেষিত করা যেতে পারেনা। হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনাটি এ কথার উপর ধারণা করা হবে যে, তার একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত ছিল। এ উক্তি তাদের, যাদের মতে হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। আল্লামা সুবকীর বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট

আমি বর্ণনা করে দিয়েছি যে, সরকারে মদীনা করারে কলব ওয়া সীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে এটিও রয়েছে যে, তাঁর জন্য অন্যান্য নবীগণের মতো জাহের ও শরীয়ত অনুযায়ী এবং বাতেন ও হাকীকত অনুযায়ী উভয়রূপে বিচার কার্য সম্পাদনের গুণ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। আর এটি এমন বৈশিষ্ট্য যেটির সাথে শুধুমাত্র তাঁকেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামদের অসংখ্য উক্তি ও দলীলপূর্ণ হাদীস সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১২]. নজদা ইবনে আমের আল হারুরী (৩৬-৬৯ হি.) এক বর্ণনা মতে ৭২ হিজরীতে খারেজী হওয়ার কারণে সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথীগণ তাকে হত্যা করেন। (মেরআতুল মানাজীহ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬, আল ই'লাম, খন্ড : ৮ পৃষ্ঠা : ১০)

[১৩]. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, হাদীস : ১৯৬৭, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭২

আলেমদের উক্তিসমূহের প্রকারভেদ

আলেমগণের উক্তি দু'প্রকার

১. তাফসীলি বা বিশ্লেষণধর্মী উক্তি :

আল্লামা কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১৪] স্বীয় তাফসীরে বলেন, ওলামায়ে কেরামগণ এটির উপর একমত যে, "কেউই স্বীয় জ্ঞান দ্বারা কাউকে হত্যার সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, অবশ্যই নবীয়ে করীম রাউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে পারেন এবং এটি তাঁর সাথেই বিশেষিত।"[১৫]

হে ভাই! তোমার জন্য এই মহান ইমামের এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করার বর্ণনা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে ওয়াহী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১৬] (৫৪৪-৬৩৩ হি.) বলেন, এটি নবীয়ে পাক সাহিবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব। অতএব যদি কেউ প্রমাণ উপস্থাপন ব্যতীত তাঁর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাহলে তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। এটি অন্য কারো জন্য বৈধ নয়।

এ উক্তিটি আল্লামা যারকাশী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১৭] (৭৪৫-৭৯৪ হি:) 'আল খাদিম'[১৮] এ বর্ণনা করেছেন।

---

[১৪]. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবু বকর বিন ফারাহ আল আনসারী আল আন্দুলুসী আল কুরতুবী আল মালেকী, তার সুপ্রসিদ্ধ রচনাবলীর মধ্যে আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন- যা তাফসীরে কুরতুবী নামে সমাধিক পরিচিত, আল আসনা ফী শরহে আসমাউল হুসনা, আত তাযকার ফী আফযালিল আযকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫২, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২২)

[১৫]. শরহে সুনানে নাসাঈ, কিতাবু আদাবুল কুযাত, باب الحكم بالظاهر, হাদীস : ৫৩০৬, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১১৪

[১৬]. হাফেয, মুহাদ্দিস আবুল খিতাব ওমর ইবনুল হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল আন্দুলুসী, ১৪ রবিউল আওয়াল কায়রোতে তিনি ওফাত লাভ করেন। তার সাড়াজাগানো রচনাবলী হলো আত তানভীর ফী মওলুদিস সিরাজুম মুনীর, নিহায়তুম সাউল ফী খাসায়িসির রাসূল, আল ইলমুল মাশহুর ফী ফাযায়িলিন আইয়্যামি ওয়াশ শুহুর ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫৬, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৫ ,পৃষ্ঠা : ৪৪)

[১৭]. মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক, ফকীহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন বাহাদুর বিন আবদুল্লাহ আল মিসরী আয যারকাশী আশ শাফিঈ, তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন, কায়রোতে তার ইন্তেকাল হয় এবং কেরাফায়ে সুগরাতে তাকে সমাধিস্থকরা হয়। তার সুবিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে কয়েকটি হলো

আল্লামা রাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১৯] (৫৫৭-৬২৩ হি:) 'আশ শারাহ'তে[২০] এবং সায়্যিদুনা ইমাম নবভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[২১] (৬৩১-৬৭৬ হি:) 'আর রাওযা'তে[২২] বলেন,

তার বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এটিও রয়েছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জ্ঞানের মাধ্যমে হুদূদ বা দন্ডবিধির ব্যাপারে ফয়সালা দিতে পারতেন। তিনি ব্যতীত অন্য লোকদের জন্য এ কর্তৃত্বের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

কাজী জালালুদ্দীন বিলকীনি রাহমতুল্লাহি আলাইহি[২৩] (৭৬৩-৮২৪ হি:) 'আর রাওযাহ' পুস্তকের পার্শ্বটীকায় বলেন, শায়খাইন রাহমতুল্লাহি আলাইহিমার উক্তি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হুজুর নবীয়ে করীম রাউফুর

খাদিমুর রাফিঈ ওয়ার রাওযাহ এটি আর রাফিঈ ওয়ার রাওযাহ'র পদটীকারূপে লিখিত, আল কুরআন ফী উলূমিল কুরআন, আদ-দিবাজ ফী তাওযীহিল মিনহাজ, আল বাহরুল মুহীত, ওকূদুল জিমান, আল মানসূর, যা উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রে কাওয়ায়েদ যারকাশী নামে প্রসিদ্ধ। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৪, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬০-৬১)

[১৮]. খাদেমুর রাফিয়ী ওয়ার রাওযাহ কৃত বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বাহাদুর আয যারকাশী আশ শাফিঈ। (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৮২)

[১৯]. মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন মুহাম্মদ বিন ফযল আর রাফিঈ আল কাযভীনি আশ শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি কাযভীন নামক স্থানে ওফাত লাভ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে। তার সুপরিচিত গ্রন্থবলীর মধ্যে ফাতহুল আযীয আলা কিতাবিল ওয়াজীয লিল গাযযালী, শরহে মুসনাদে শাফিঈ, আত তারতীব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (মু'জামুল মুআল্লিফীন খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১০, আল ই'লাম, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৫)

[২০]. শরহে মুসনাদে শাফিঈ ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করীম বিন মুহাম্মদ কাযভীনি রাফিঈ ৬১২ হিজরীতে এটি রচনা আরম্ভ করেন, এটি দুখন্ডে বিন্যস্ত। (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ২ পৃষ্ঠা : ১৬৮২)

[২১]. হাফেজ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শরফ বিন মারী বিন হাসান আন নববী আদ দামেশকী আশ শাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি নাওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, নাওয়াতেই তিনি ওফাত লাভ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। তার বিখ্যাত গ্রন্থাবলী হলো আল আরবাইন আন নববীয়্যাহ, রিয়াদুস সালেহীন, রাওযাতুত তালিবীন ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯৮, আল ই'লাম, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৪৯)

[২২]. রাওযাতুত তোয়ালিবীন ওয়া ওমদাতুত মুত্তাকীন, কৃত ইয়াহইয়া বিন শরফুদ্দীন আন নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি তাহযীব এ বলেন, এটি ঐ কিতাব যা আমি আল্লামা রাফিঈর শরহে ওয়াজীয থেকে সংকলন করেছি।

[২৩]. ইমাম কাযী আল্লামা জালালুদ্দীন বিন আবদুর রহমান বিন ওমর বিন রাসলান আল কিনানী আল আসকালানী আল বিলকীনি, তিনি মিশরের হাদীসের আলেমগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং অসংখ্যবার মিশরের ফতোয়া বিভাগের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি হলো আত তাফসীর, আল ফিকাহ, হাওয়াশু আলার রাওযাহ, নাহরুল হায়াত ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৩, আল ই'লাম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩২০)

রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সাধারণ বিচার কার্যের সমাধান দিতে পারতেন। চাই ঐ সমাধান দন্ডবিধির ব্যাপারে হোক কিংবা এতদব্যতীত অন্য কোন কর্মকান্ডে হোক। এতে কোন মতভিন্নতা নেই।

এ উক্তিগুলো আল্লামা কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকৃত সর্বস্বীকৃত মতের অনুরূপ। কেননা এটির উপর সকল মাযহাব (মাযহাব চতুষ্টয়) ঐক্যমত যে, আল্লাহর দন্ডবিধিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোন ব্যক্তিই আপন বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী সমাধান দিতে পারেনা। কিন্তু মতদ্বৈততা রয়েছে আল্লাহর শাস্তি বিধান (হুদূদ) ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে। অতএব আমরা (শাফিয়ীগণ) আল্লাহর নির্ধারিত দন্ডনীতি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আপন জ্ঞান অনুযায়ী ফয়সালাকে বৈধ ঘোষণা করেছি। আর অন্যান্য মাযহাব সেটি থেকে বারণ করেছেন। অবশ্যই! সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা বর্ণিত নেই, না আল্লাহর শাস্তি বিধানে আর না শাস্তি বিধান ব্যতীত অন্য কোন কর্মকান্ডে।

২. সাধারণ উক্তিসমূহ

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কোন নবীকে যেসব অলৌকিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বই দান করা হয়েছে হুজুর নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদনুরূপ কিংবা তদপেক্ষা বেশি অলৌকিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তারা সায়্যিদুনা ইমাম শাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহির[২৪] (১৫০-২০৪ হি:) উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাকে বলা হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালামকে মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, হুজুর আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসতূনে হান্নানা (অর্থাৎ ঐ কাষ্ট খন্ড, মিম্বর নির্মাণের পূর্বে যেটির সাথে হেলান দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন)'র মু'জিযা দান করা হয়েছে যে, সেটি তার বিচ্ছেদে কান্না করতেছিলো। আর এটি তদপেক্ষাও বড় মু'জিযা।

---

[২৪]. মুহাদ্দিস ও মাযহাবের ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদরীস বিন আব্বাস বিন ওসমান আল করশী আল মাত্তলাবী আল হাশেমী, তিনি ফিলিস্তিনের গুযযা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারায় শিক্ষা লাভ করেন। মিশরে ওফাত লাভ করেন। প্রসিদ্ধ যে, কায়রোতে তার মাযার শরীফ অবস্থিত। তার অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে আল মুসনাদ ফীল হাদিস, আহকামুল কুরআন, আস সুনান, আদাবুল কাযী ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৬, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬)

তার এ উক্তি এতই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই নবুয়তের মর্যাদা প্রসঙ্গে কোন পুস্তক রচনা করেছেন, তিনি অবশ্যই এ উক্তি উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে হাবীব রাহমতুল্লাহি আলাইহি[২৫] (ওফাত : ৭৭৯ হি:) 'আন নাজমুস সাকিব ফী আশরাফিল মানাকিব'[২৬] এ বলেন, সম্মানিত নবীগণের মধ্য থেকে যদি কারো নিকট মুস্তাফাদা (যা থেকে উপকার লাভ করা যায়)'র মর্যাদা লাভ হয়, তাহলে হুজুর নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদনুরূপ বরং তদপেক্ষাও বড়ো মর্যাদা দান করা হয়েছে।

যখন এটি প্রমাণ হয়ে গেল, তখন হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালামের মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও হাকীকত এবং বাতেন (অভ্যন্তরীন দৃষ্টিভঙ্গি) অনুযায়ী বিচার করার বিষয়টি অপরিহার্যরূপে প্রমানিত হয়ে গেল এবং এটি জাহের ও শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করার অনুরূপই। যা অসংখ্য নবীগণের জন্য স্বীকৃত। অতএব যা কিছু অধিকাংশ নবীগণকে দান করা হয়েছে তৎসমপরিমাণ নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে এবং যা হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালামকে দান করা হয়েছে তাও রাহমতুল্লাহি আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। অতএব এ দৃষ্টিকোণে উভয় বিষয়ের ফজিলত তার মধ্যে এরূপ চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত হয়ে গেছে যে, তার জন্য বাহ্যিক (জাহের) ও অভ্যন্তরীন (বাতেন) উভয় ফয়সালার কর্তৃত্ব স্বীকৃত রয়েছে তাতে কোন অন্তরায় নেই।

আমরা এটির ব্যাপক বিশ্লেষণ এ উক্তির আলোকে করে থাকি যা আল্লামা সুবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন।

---

[২৫]. আবু মুহাম্মদ আল্লামা বদরুদ্দীন আল হাসান ইবনে ওমর ইবনুল হাসান ইবনে হাবীব ইবনে ওমর আদ দামেস্কী আল হালাবী আশ শাফিঈ তিনি দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন, হালবে প্রতিপালিত হন এবং সেখানেই ওফাত প্রাপ্ত হন। তার কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ইরশাদুস সামী ওয়াল কারী, আল মুসকা মিন সহীহিল বুখারী, দলীলুল মুজতায বি আরদিল হিজায। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭৫, আল ই'লাম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০৮)

[২৬]. আন নাজমুস সাকিব ফী আশরাফিল মানাকিব, কৃত: বদরুদ্দীন হুসাইন বিন ওমর বিন হাবীব আল হালাবী আশ শাফিঈ তিনি এ গ্রন্থটি ৭৬৭ হিজরীর রমজান মাসে সংক্ষিপ্তাকারে তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে রচনা করেন। (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৩০)

তিনি স্বীয় কিতাব 'আত তাজীম ওয়াল মিন্নাহ'[২৭] তে উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

"আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।"[২৮]

এ মহান বাণী শুধুমাত্র তাঁর যুগ থেকে কিয়ামতাবধি আগত লোকদেরকেই অন্তর্ভূক্ত করেনি; বরং ঐ সকল লোকদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে যারা তার পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এটি দ্বারা তার ঐ বাণীর ভাষ্য সুস্পষ্ট হচ্ছে, যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন,

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

"আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালাম আত্মা ও গঠন অবয়বের মধ্যে ছিল।"[২৯]

যে ব্যক্তি এটির ব্যাখ্যা এরূপ করেছে যে, "এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার কুদরতী জ্ঞানে ছিলো যে, তিনি নবী হবেন।" সে উক্ত হাদীসে পাকের অন্তর্নিহিত ভাষ্য উপলব্ধি করতে পারেনি। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানতো প্রতিটি বস্তুকেই বেষ্টিত করে আছে।

আল্লাহ আযযাওয়াজাল্লা কর্তৃক নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তখন (আদম সৃষ্টি) থেকে নবুয়তের সাথে বিশেষিত করা একথা দাবী করে যে, এর ভাষ্য এটিই হওয়া চায় যে, এটি (নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়া) এমন একটি বিষয় যা তার জন্য তখনও স্বীকৃত ছিল। এজন্যই হযরত সায়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালাম আরশের উপরিভাগে তাঁর নাম ' محمد رسول الله' লেখা দেখেছিলেন। যদি সেটি দ্বারা শুধু এটি উদ্দেশ্য হতো যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতে নবী হবেন, তাহলে তো ' كُنْتُ نَبِيًّا

---

[২৭]. আত তা'যীম ওয়াল মিন্নাহ ফী তাহকীকি লাতু'মিনুন্না ওয়ালা তানসুরুন্নাহ, কৃত শায়খ তাকীউদ্দিন আলী বিন আবদুল কাফী আস সুবকী শাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ৭৫৬ হি:) (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২২)

[২৮]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب قول النبي : جعلت الأرض مسجدا...الخ খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮, হাদিস : ৪৩৭

[২৯]. তিরমিযী : আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب ماجاء في فضل النبي খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৫১, হাদিস :৩৬২৯

وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ ' বর্ণনাটি তার সাথে বিশেষিত হচ্ছে না, উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তৎকালীন সময়ে এবং তৎপূর্বেও সমস্ত নবীগণের নবুয়্যতের জ্ঞান ছিল। এ কারণে রাহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যা উক্ত হাদীসে পাকে তিনি স্বীয় উম্মতদের নিকট বর্ণনা করেছেন, যাতে মহান প্রভূর দরবারে নবীয়ে মুকাররম, নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়।

অতএব বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদম আলাইহিম সালামকে সৃষ্টির পূর্বেও পূর্ণতা হাসিল ছিল।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পূর্বে রাসূলে পাকের হাকীকত সৃষ্টি করে তাকে নবুয়ত দান করে নবীদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যাতে তারা অবগত হতে পারে যে, তিনি তাদের অগ্রনায়ক এবং তাদের নবী ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত মহান মর্যাদার প্রতি মনোনিবেশের ফলে একথা প্রতীয়মান হলো যে, তিনি সকল নবীগণেরও নবী। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ঐ মর্যাদাকে আরো ব্যাপকহারে প্রকাশ করবেন। তখন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁর ঝান্ডাতলে থাকবেন। আর দুনিয়ায় তার শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে সকল নবীগণের ইমামতি করেছেন।

এছাড়া যদি নবীয়ে মুকাররাম রাসূলে মুআযযাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হযরত সায়্যিদুনা আদম, সায়্যিদুনা নূহ, সায়্যিদুনা ইবরাহীম, সায়্যিদুনা মূসা ও সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিমুস সালামের যুগে হতো, তাহলে তাদের জন্য তার উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করা আবশ্যক হতো। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাদের নবী ও রাসূল। যদি তাঁর আগমন তাদের যুগে হতো, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তাদের উপর তাঁর অনুকরণ-অনুসরণ আবশ্যক হতো।

এ কারণেই হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম শেষ যুগে তাঁর শরীয়তের অনুসারী হয়ে আগমন করবেন অথচ তিনি একজন সম্মানিত নবী ছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের শরীয়ত, কুরআন, সুন্নাহ এবং তার বিধানের নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার আলোকে বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সম্বন্ধ ঐরূপ হবে যেরূপ সকল উম্মতের সাথে রয়েছে। অথচ তিনি একজন মর্যাদাধর নবী। আর এতে তার নবুয়তী পূর্ণতায় কোনরূপ হ্রাস পাবেনা।

অনুরূপভাবে যদি সরকারে মদীনা ফয়যে গুঞ্জীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা, সায়্যিদুনা মূসা, সায়্যিদুনা ইবরাহীম, সায়্যিদুনা নূহ কিংবা সায়্যিদুনা আদম আলাইহিমুস সালামের মধ্যে থেকে কারো যুগে প্রেরণ করা হতো, তাহলে তারা আপন উম্মতদের জন্য নবী ও রাসূল হতেন; কিন্তু হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলেরই নবী ও রাসূল হতেন।

অতএব বুঝা গেল যে, তার নবুয়ত ও রিসালত সার্বজনীন (আম) ও পরিব্যাপ্ত। এবং তার শরীয়তের নীতিসমূহ সকল নবীগণের শরীয়তসমূহের সাথে ঐক্যমত সমর্থিত। এজন্য এ বিধানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়না। তাঁর শরীয়ত অপরাপর শরীয়তসমূহের অগ্রবর্তী হওয়া এ দৃষ্টিকোণে যে, তাতে কখনো নির্দিষ্ট ও রহিতকরণের সাথে কখনো নির্দিষ্ট ও রহিতকরণ ব্যাতিরেকেই ফুরু (বিধান ও মাসায়ালা) তে পরিবর্তন পাওয়া যায়। এবং তার শরীয়ত ঐ সময়সমূহে ঐটিই হতো যা সমস্ত নবীগণ সাথে নিয়ে আগমন করেছিলেন। যেটির উপর ঐ সকল উম্মত আমলকারী হতো। অথচ বর্তমানে এ উম্মতের জন্য এটিই শরীয়ত। আর ব্যক্তি ও সময়ের বিবর্তনের দ্বারা বিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এভাবে উভয় হাদীসের ভাষ্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অথচ পূর্বে তা গোপন ছিল। প্রথম হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে যে,

بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

"আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।"[৩০]

আমরা বুঝেছিলাম যে, তাঁকে স্বীয় যুগ থেকে কিয়ামতাবধির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু এর ব্যাখ্যা এটি হল যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পূর্বাপর সকলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

---

[৩০]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب قول النبي : جعلت الأرض مسجدا...الخ খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮, হাদিস : ৪৩৭

দ্বিতীয় হাদীসে পাকে হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম আত্মা ও কায়ায় গোপন ছিল।"[৩১]

উক্ত হাদীসে পাকের আলোকে আমরা ধারণা করেছিলাম যে, তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার কুদরতী জ্ঞানেই নবী ছিলেন, অথচ এখন প্রকাশ পেল যে, এরূপ ভাষ্য গ্রহণ করা উক্ত হাদীসে পাকের অতিরঞ্জন ও অপব্যাখ্যা; যা আমরা বিশ্লেষণে বর্ণনা করেছি।

সরকারে ওয়ালা তাবার শাফীয়ে রোজে শুমার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বাণীসমূহের প্রতি মনোনিবেশের ফলে বুঝা গেল যে, যদি তাকে ঐ সকল নবীদের যুগে প্রেরণ করা হতো, তাহলে ঐ সময় তাঁর শরীয়ত ঐটিই হতো যা সমস্ত নবীগণ সফঙ্গ নিয়ে এসেছিলেন এবং ঐ শরীয়ত অনুযায়ীই উম্মতগণ আমলকারী হতো। এ নিয়মানুযায়ী যদি তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুসা ও হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালামের যুগে প্রেরিত হতেন, তাহলে হযরত সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালামের আনীত শরীয়ত তাঁরই শরীয়ত হতো এবং হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম জাহের ও শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। আর খিযির আলাইহিস সালামের উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত ঐটিই হতো, যেটির মাধ্যমে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বাতেন ও হাকীকত অনুযায়ী ফয়সালা করতেন।

যখন ব্যাপারটি এরূপই, এরপর সরকারে দোআলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূণ্যময় সত্তা ও অস্থিত্বের প্রকাশ ও নবুয়ত ঘোষণার পর তার নিকট থেকে এতদুভয় বিষয় (জাহের ও বাতেন অনুযায়ী ফয়সালা) কীভাবে দূরে থাকতে পারে, অথচ তিনি স্বয়ং উভয়টির ব্যবস্থাপনা

---

[৩১]. তিরমিযী : আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب ماجاء في فضل النبي খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৫১, হাদিস : ৩৬২৯

করেছেন? এটিকে কেউই যুক্তি অগ্রাহ্য মনে করেননি। আল্লামা সুবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মতো 'কসীদায়ে বুরদা'[৩২] এর রচয়িতা[৩৩] বলেন,

وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ

'যেসব মু'জিযা সম্মানিত রাসূলগণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা হুজুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর থেকেই মিলেছিল।'

فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

'কেননা তিনি হলেন মর্যাদার সূর্য (সমতূল্য) আর অন্যান্য সকল নবীগণ ঐ সূর্যের তারাকা (সদৃশ), যারা অন্ধকারে মানুষের হেদায়তের জন্য ঐ সূর্যের আলোকে প্রকাশ করে।'

আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনুস সায়িগ রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৩৪] (৬৪৫-৭২০ হি:) 'আর রাকম' গ্রন্থে বলেন, প্রেরিত সকল নবীগণ সৃষ্টির সম্মুখে আপন নবুয়ত প্রমাণের জন্য যেসব মুজিযাই প্রদর্শন করেছেন, তাতে রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর যুক্ত ছিল। তাঁর নূর হযরত সায়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালামের পূর্বেই সৃষ্ট ছিল, যা পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অতঃপর পবিত্র পৃষ্ঠ সমূহে, এমনকি মাতাগণ সেটি উঠিয়ে নিল। এতপর ঐ নূর তাদের নবীগণের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে ছিলো এবং ঐ নূরকে আল্লাহ তা'আলা নবীগণের জন্য মু'জিযাসমূহ প্রদর্শনের মাধ্যম বানালেন।

জনৈক কবি তার 'কসীদায়ে হামযিয়্যাহ'তে কতইনা চমৎকারভাবে বলেছেন,

---

[৩২]. কসীদার মূলনাম 'আল কাওয়াকিবুদ্ দুররিয়্যাহ ফী মাদহি খায়রিল বারিয়্যাহ' এটি কসীদায়ে বুরদাহ শরীফ নামে প্রসিদ্ধ প্রণেতা। শায়খ শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাঈদ আদ দাওলাছী আল বুছীরী। (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৯)

[৩৩]. সূফী, শায়ের (কবি) শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন হাম্মদ বিন মুহসিন বিন আবদুল্লাহ আস সানহাজী আল বুছিরী (৬০৮-৬৯৪হি:) তিনি বাহশীমে জন্মগ্রহণ করেন, দালাছে প্রতিপালিত হন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় ওফাত লাভ করেন। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩১৭, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৯)

[৩৪]. শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান বিন সাব্বা বিন আবু বকর আল জুযামী, তিনি ইবনুস সায়িগ নামে সমাধিক পরিচিত। তিনি দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ওফাত প্রাপ্ত হন। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৮৭)

لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لآدَمَ الأَسْمَاءُ

'অদৃশ্য জগত থেকে তাকে সমস্ত জ্ঞান দান করা হয়েছে আর এর মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালামের নাম সমূহের জ্ঞানও।'

কসীদায়ে বুরদা শরীফে রয়েছে,

وكُلُّهُم مِن رَسُولِ اللهِ مُلتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ البَحْرِ أو رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ

'সমুদ্র থেকে অঞ্জলি ভরে এবং প্রবল বৃষ্টি থেকে চুমুক দিয়ে পানি পানের ন্যায় সকল নবীগণ আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জ্ঞান প্রত্যাশী।'

এর ব্যাখ্যায় অনেকে এটি বলেছেন যে, সমস্ত নবীগণের জ্ঞান সমূহের উৎসস্থল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার জ্ঞান। আর ঐসব জ্ঞানরাশির সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার সাথে ঐরূপ যেরূপ এক অঞ্জলি পানির সম্বন্ধ সমুদ্রের সাথে এবং এক চুমুক পানির সম্বন্ধ ভারী বর্ষণের সাথে হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী ও বাতেনী সমাধান প্রসঙ্গে বরকতময় হাদীসসমূহ

নবীয়ে মুকাররাম নূরে মুজাস্‌সাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক (জাহেরী) ও অভ্যন্তরীন (বাতেনী) দৃষ্টিকোণে সমাধান প্রসঙ্গে অসংখ্য বরকতমন্ডিত হাদীস সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম হাদীসে পাক

ইমাম বুখারী,[৩৫] ইমাম মুসলিম,[৩৬] ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ[৩৭] ও ইবনে মাজাহ[৩৮] রাহমতুল্লাহি আলাইহিম বর্ণনা করেন,

---

[৩৫]. হাফেযুল হাদীস, মুহাদ্দিস, ফকীহ, হিবরুল ইসলাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা আল বুখারী আল কুফী (১৯৪-২৫৬ হি:) ১৩ শাওয়াল বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। ঈদুল ফিতরের রাতে তার ইন্তেকাল হয় এবং সমরকন্দের অদূরে খরতঙ্গ নামক জনপদে তাকে সমাহিত করা হয়। তার প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থ হলো আলজামিউস সহীহ যা সহীহ বুখারী নামে পরিচিত, আত তারীখুল কাবীর, আস-সুনান ফিল ফিকহ, আল আদাবুল মুফরাদ ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩০, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৪)

[৩৬]. হাফেজুল হাদীস, মুহাদ্দিস, ফকীহ ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম বিন ওয়ারদ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী (২০৪-২৬১ হি:) তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ইন্তেকাল করেন। তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর কয়েকটি হলো সহীহ মুসলিম যেটিতে ১২ হাজার হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

"হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও হযরত সায়্যিদুনা আবদু ইবনে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে জনৈক নওজোয়ান বালকের ব্যাপারে বিবাদ হলো। হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বলতে লাগালো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বালকটি আমার ভাই উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র। সে আমাকে ওসীয়ত করেছিল যে, এটি তার সন্তান। আপনি তার গঠন অবয়ব দেখুন যে, সে ওতবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত সায়্যিদুনা আবদু ইবনে যামআ বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে আমার ভাই, যে

সংকলন করা হয়েছে এবং দীর্ঘ ১৫ বছরে সেটি পূর্ণতা লাভ করে। আল মুসনাদুল কাবীর, ইদহামুল মুহাদ্দিসীন, তাবাকাতুত তাবিঈন ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৫১, আল ই'লাম খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২২১)

[৩৭]. হাফেজুল হাদীস, মুহাদ্দিস, আবদুর রহমান বিন শোয়াইব বিন আলী বিন সিনান আন নাসায়ী (২১৫-৩০৩ হি:)। তিনি খোরাসান শহরের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শাবান মাসে মক্কাতুল মোকাররামায় ইন্তেকাল করেন। তার সুপ্রসিদ্ধ রচনাবলীর কয়েকটি হলো আস সুনানুন নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, আস সুনানুস সুগরা, আল খাসায়িস ফি ফদ্বলি আলী বিন আবি তালিব ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫১)

[৩৮]. হাফেজ মুফাসসির মুহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজীদ বিন মাজাহ আর রাবায়ী আল কাযভীনি (২০৯-২৭৩ হি:) রমজানুল মুবারক তার ওফাত হয়। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেন তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- তাফসীরুল কুরআন, আত তারীখ, আস সুনান ফিল হাদীস, তালাসিয়াতে সিত্তাহ ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৭৪, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৪৪)

আমার পিতার পৃষ্ঠে (ঔরশে) দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করেছে। অতঃপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গঠনাবয়বে ওতবার সাথে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য (মিল) প্রত্যক্ষ করলেন। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন, হে আবদু ইবনে যামআ! সে তোমার ভাই। এজন্য যে, সন্তান তারই হয়ে থাকে যার বিছানায় (ঔরশে) সে জন্মলাভ করেছে। আর ব্যাভিচারীনীর জন্য পাথর (অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে দন্ড প্রদান করা হবে)। আর উতবার সাথে সাদৃশ্যের কারণে হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা বিনতে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, হে সাওদা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)! তার থেকে পর্দা করো, অতঃপর হযরত সায়্যিদতুনা সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা কখনো দেখেননি।"[৩৯]

বুখারী ও আবু দাউদ শরীফে এরূপ শব্দমালাও এসেছে,

هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ.

"হে আবদু ইবনে যামআ! সে তোমার ভাই।"[৪০]

এবং এরূপ শব্দমালাও বর্ণিত হয়েছে,

فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهُ.

"ঐ সন্তান মৃত্যু অবধি হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দেখেনি। এমনকি শেষাবধি তার ওফাত হলো।"[৪১]

মুসলিম শরীফের শব্দাবলী এরূপ যে, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

"ঐ সন্তান হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এরপর কখনো দেখেনি।"[৪২]

---

[৩৯]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ফারায়েজ, باب الولد للفراش খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩২১, হাদিস : ৬৭৪৯

[৪০]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মাগাজী, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৯, হাদিস : ৪৩০৩

[৪১]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ফারায়েজ, باب الولد للفراش খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩২১, হাদিস : ৬৭৪৯

[৪২]. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুর রেজা', باب الولد للفراش পৃষ্ঠা : ৭৬৭, হাদিস : ১৪৫৭

শায়খ সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলকান[৪৩] (৭২৩-৮০৪ হি:) ও আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার[৪৪] রাহমতুল্লাহি আলাইহিমা (৭৭৩-৮৫২ হি:) বলেন, উক্ত হাদীস থেকে এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিচারক জাহের অনুযায়ী সমাধান দিলেও হাকীকত সেটিকে বৈধ করেনা। বিশুদ্ধ সনদ সমূহের আলোকে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উক্তি 'هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ' এর সাথে তাকে আবদু ইবনে যামআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র ভাই হওয়ার ফয়সালা দিয়েছেন। অতএব যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, সে আবদুর ভাই, তখন একথাও প্রমাণের সীমায় পৌঁছে গেল যে, সে হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহারও ভাই। অতএব এরপর হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন। যদি জাহেরের বিধান বাতেনের বিধানকে বৈধ করে দিতো, তাহলে তো তিনি হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার থেকে পর্দা করার নির্দেশ কখনোই দিতেন না।[৪৫]

আল্লামা ইবনুল মুলকান রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কতিপয় হানাফী গণ বলেছেন, এটি বৈধ হতে পারেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে যামআর পুত্র করে দিলেন অতঃপর তার বোনকে তার থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন। অতএব এটি অসম্ভব।"

আল্লামা ইবনুল মুলকান রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটি অসম্ভব নয়; বরং এটির একটি প্রমাণ রয়েছে। তা হল 'বুখারী শরীফ : কিতাবুল মাগাযী

---

[৪৩]. হাফেজ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ সিরাজুদ্দীন আবু হাফস ওমর বিন আলী বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল আনসারী আল আন্দুলুসী আল মিসরী আশ শাফিঈ (৭২৩-৮০৪ হি:) তবে ইবনে মুলকান নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তার জন্ম রবিউল আওয়াল মাসে কায়রোতে হয়েছে। তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন সেগুলোর মধ্যে আত তাওযীহ লিশরহে জামিউস সহীহ, মুখতাসার মুসনাদুল ইমাম আহমদ, শরহে মিনহাজুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল লিল বায়যাভী, আল বুলগাতু ফীল হাদীস উল্লেখযোগ্য। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬৬, আল ই'লাম, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৭)

[৪৪]. মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক, কবি শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল কিনানী আল আসকালানী (৭৭৩-৪৫২ হি:), তিনি ইবনে হাজার নামে সুপরিচিত। ১২ শাবান কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ১৮ জিলহজ্ব ওফাত লাভ করেন। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেন, তম্মধ্যে বিখ্যাত হলো ফতহুল বারী বিশারহি সহীহ বুখারী, আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, লিসানুল মীযান, আদ দুরারুল কামিনা ফী আইয়ানিল মিয়াতিস সামিনা, নুখবাতুল ফিকর ফী মুস্তালিহি আহলিল আসর ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১০, আল ই'লাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৮)

[৪৫]. ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী, باب الولد للفراش ৬৭৫০ নং হাদিসের অধীনে, খন্ড ১২, পৃষ্ঠা : ৩১

(হাদীস : ৪৩০৩ খন্ড : ৩, পৃ: ১০৯)' তে হুজুর নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী: হে আবদু ইবনে যামআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)! সে তোমার ভাই।[৪৬]

মুসনাদে আহমদ ও সুনানে নাসাঈ শরীফে এরূপ বর্ণনা এসেছে, "হে সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা! তার থেকে পর্দা-পুশিদা কর। এজন্য যে, সে তোমার ভাই নয়।"[৪৭]

এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৪৮] এটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা হাফিয মনযুরী রাহমতুল্লাহির আলাইহি (৫৮১-৬৫৬ হি:) বলেন, এ হাদীসে পাকটিতে অতিরঞ্জন রয়েছে। তবে সায়্যিদুনা ইমাম হাকেম রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৩২১-৪০৫ হি:) এটিকে স্বীয় মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটির সনদসমূহ বিশুদ্ধ।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজর রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শায়খ মুজাহিদ ব্যতীত উক্ত বর্ণনার সনদের সকল বর্ণনাকারী সঠিক (বিশুদ্ধ) রয়েছে। শায়খ মুজাহিদের নাম ইউসুফ, যিনি যুবাইর পরিবারের ভৃত্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজর রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৩৮৪-৪৫৮ হি:) এটির ব্যাপারে বিদ্রুপ করেছেন এবং বলেছেন, এটির মধ্যে জারীর নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যাকে স্মৃতি শক্তির ত্রুটির প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর তাতে ইউসুফ নামক জনৈক রাবীও রয়েছেন যিনি অপরিচিত। আল্লামা ইবনে হাজর রাহমতুল্লাহির আল্লাইহি বলেন, তাদের প্রতিবাদ ও সমালোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, উক্ত জারীরকে স্মৃতির দুর্বলতার প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়নি, সম্ভবতঃ জারীর ইবনে হাযেম'র

---

[৪৬]. আত তামহীদ লি ইবনে আবদুল বার, মুহাম্মদ বিন শিহাব আয যুহরী, ১৭৩ নং হাদীস প্রসঙ্গে, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৭০

[৪৭]. সুনানে নাসায়ী, কিতাবুত তালাক, باب الحاق الولد بالفراش খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৮১

[৪৮]. মুহাদ্দিস, ফকীহ আবু বকর আহমদ বিন আল হোসাইন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন মূসা আল বায়হাকী আল খুসরুজারদী আল খোরাসানী আঁশ শাফিঈ (৩৮৪-৪৫৮ হি:) তিনি নিশাপুরের বায়হাক নামক জনপদের খুসরুজারদ মহল্লায় শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন, ১০ জামাদিউল আওয়াল নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন এবং বায়হাকে তাকে সমাহিত করা হয়। তার সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হলো কিতাবু আসসুনানুল কুবরা ফীল হাদীস, আল মাবসুত ফী নুসূসিশ শাফিঈ, আল জামেউল মুসান্নাফ ফী শুআবুল ঈমান, দালাইলুন নুবুওয়াত, আহকামুল কুরআন ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৬, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬)

সাথে এ জারীরের সন্দেহজনক সাদৃশ্যের কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এবং ইউসুফ যুবাইর পরিবারের ভৃত্যদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তিনি আরো বলেন, যখন এ অতিরঞ্জনের বিষয়টি প্রমাণ হয়ে গেল, তখন ঐ সন্তান হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা রাদিআল্লাহ আনহার ভাই না হওয়ার ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত হয়ে গেল।

আল্লামা ইবনে আরাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৪৯] (৪৬৮-৫৪৩ হি:) সায়্যিদুনা ইমাম শাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহির (১৫০-২০৪হি:) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি সেটির ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন, যদি বাস্তবে প্রমাণিত বংশ পরিক্রমার ভিত্তিতে তার ভাই না হতো, তাহলে রাহমাতুল্লিল আলামীন খাতামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেননা, যেরূপ তিনি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহ আনহাকে দুগ্ধজাত চাচা থেকে পর্দা করার নির্দেশ দেননি।[৫০]

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের আলোকে জাহের অনুযায়ী সমাধান প্রদান করে তাকে আবদু ইবনে যামআর ভাই বলে ঘোষণা করলেন। এজন্য যে, সন্তান তারই হয় যার ঔরশে সে জন্মলাভ করে। আর হাকীকত অবগত হওয়ার কারণে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সন্তান হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অতএব এটি এমন সমাধান ছিল যা ইমামুল আম্বিয়া হুজুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহের ও বাতেন উভয়টির আলোকে একসাথে করেছেন।

---

[৪৯]. হাফেযুল হাদীস আবু বকর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল মা'আফারী আল আন্দুলুসী আল আশবীলী আল মালেকী, তিনি ইবনে আরাবী নামে সুখ্যাত। তিনি শাবানের শেষ দশকে আশবীলীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই লাভ করেন। ৯ বছর বয়সে কুরআন করীম হিফজ করেন। উদওয়া নামক স্থানে তার ইন্তেকাল হয় এবং ফাঁস অঞ্চলে তাকে সমাহিত করা হয়। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হলো আহকামুল কুরআন, আইয়ামুল আইয়ান, শরহে জামিউস সহীহ লিত তিরমীযি, ফুসূসুল হিকাম, আল মাহসূল ফিল উসূল ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫৬, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০৩)

[৫০]. ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফরায়েয, باب الولد للفراش وللعاهر الحجر, ৬৭৫ নং হাদীস প্রসঙ্গে, খন্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩১

দ্বিতীয় হাদীসে পাক

ইমাম নাসাঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২১৫-৩০৩ হি:) বলেন, সালমান বিন সুলাম মাসাহাফী বলখী নযর বিন সুমাইল থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইউসুফ বিন সাদ থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা হারেস বিন হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে জনৈক চোরকে উপস্থিত করা হল, তখন ইমামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তো শুধু চুরি করেছে! তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করে ফেলো। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে শুধু চুরি করেছে! তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তার হাত কেটে দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, সে দ্বিতীয়বার পুনরায় চুরি করল, তখন তার পা কেটে দেয়া হল অতঃপর সে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তৃতীয়বার চুরি করল, এমনকি (বার বার চুরির কারণে) তার সমস্ত অঙ্গ সমূহ কেটে ফেলা হল এবং যখন সে পঞ্চমবার চুরি করল, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কর্মকান্ডের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। এজন্য তিনি ইরশাদ করেছিলেন যে, তাকে হত্যা করে ফেলো।

অতএব তিনি আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কুরাইশ যুবকদের প্রতি প্রেরণ করলেন যাতে তারা তাকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন, যিনি ঐ কুরাইশ দলের প্রধান হতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি কুরাইশদের বললেন, আমাকে তোমাদের নেতারূপে গ্রহণ করো, তখন কুরাইশ দল তাকে নিজেদের আমীর (দলপতি) হিসেবে গ্রহণ করলো। আর যখন তিনি তাকে মারলেন, তখন ঐ যুবকরাও তাকে প্রহার করতে লাগলেন, এমনকি এক পর্যায়ে তারা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললো।[৫১]

---

[৫১]. সুনানে নাসায়ী, কিতাবু কতউস সারিক, باب الرجل من السارق...الخ খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯০

ইমাম হাকেম রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৫২] এটি 'আল-মুস্তাদরাক'[৫৩] এ বর্ণনা করে বলেন, আমাকে আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন বালোভীয়া, তাকে ইসহাক বিন হাসান বিন হারবী, তাকে আফফান বিন মুসলিম, তাকে হাম্মাদ বিন সালমা, তাকে ইউসুফ বিন সা'দ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকেম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ (সহীহ)। ইউসুফ বিন সা'দ জামহী ব্যতীত এর সকল বর্ণনাকারী হাদীসের বিশুদ্ধতার মানদন্ড স্বরূপ। আর ইউসুফ নির্ভরযোগ্য রাবী যেমনটি আল্লামা যাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[৫৪] (৬৭৩-৭৪৮ হি:) 'আল কাশেফ'[৫৫] এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবরানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৫৬] (২৬০-৩৬০ হি:) উক্ত হাদীসে পাকটি একটি সূত্রে হাম্মাদ বিন সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং অপরসূত্রে খালিদ হিজা থেকে, তিনি ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইয়ালা রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৫৭] (২১০-৩০৭ হি:) এবং হায়সুম বিন

---

[৫২]. হাফিয, মুহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হামদুভীয়া আত তামহানী আন নিশাপুরী আশ শাফিয়ী ৩২১-৪০৫ হি: তিনি হাকেম ও ইবনুল বী' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৩ রবিউল আউয়াল নিশাপুরের জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ সফর নিশাপুরেই ওফাত প্রাপ্ত হন। ফিকাহ শাস্ত্র তিনি ইবনে আবি হুরায়রা ও আবি সাহাল আস সালাভী প্রমূখের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তার কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, তারাজিমে শুয়ূখ, ফাযাইলে ফাতেমাতুয যাহরা, মারিফাতু উলূমিল হাদীস ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫৩, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২৭)

[৫৩]. মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন ফীল হাদীস কৃত: শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (কাশফুয যুনূন, খ : ৩, পৃষ্ঠা : ৩২৬)

[৫৪]. হাফিজুল হাদীস শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান আত তুরকামানী আদ দামেস্কী আয যাহাবী আশ শাফিঈ, তিনি রবিউল আওয়াল মাসে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩ জিলকদ তথায় ওফাত লাভ করেন। তার সুপ্রসিদ্ধ রচনাবলীর কয়েকটি হলো তারিখে ইসলাম, আর কাবীর, মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল, সিয়ারুন নুবালা, আল কাশেফ ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮০, আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২৬)

[৫৫]. ফী আসমায়ির রিজাল কৃত: শায়খ শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আযযাহাবী (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৬৮)

[৫৬]. হাফেজ মুহাদ্দিস আবুল কাশেম সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ূব বিন মুত্বীর আল লাখবী আত তাবরানী আশ শামী, তিনি সফর মাসে ইকা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে মুজামুল কাবীর, মুজামুল আওসাত, মুজামুস সগীর, দালাইলুন নুবুয়ত, তাফসীরে কাবীর, মুহদারাহ, মুখতাসার মাকারিমুল আখলাক ইত্যাদি বিখ্যাত। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৮৩, আল ই'লাম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২১)

[৫৭]. ইমামুল হিমাম, হাফিজ, মুহাদ্দিস আহমদ বিন আলী বিন আল মাসনা বিন ইয়াহইয়া আত তামীমী আল মুমিলী, তিনি আবু ইয়ালা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৩ শাওয়াল জন্মলাভ করেন, মুসিলে

কুলাইব আশ শাশী এটি স্ব-স্ব 'মুসনদে' বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মুকাদ্দাসী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৫৮] (৫৬৯-৬৪৩ হি:) এটি 'আল মুখতারাহ'[৫৯] তে বর্ণনা করে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর এ হাদীসে পাকটি হাকীকত ও বাতেনী দৃষ্টিকোণে সমাধান প্রদান প্রসঙ্গে।

এটির সাথে ঐকমত্য পোষণ করে আল্লামা খাত্তাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৬০] (৩১৯-৩৮৮ হি:) বর্ণনা করেন, চোরকে কোন অবস্থায় হত্যা করা যায় না, হুজুর নবীয়ে পাক সাহিবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ চোরের ব্যাপারে হত্যার সিদ্ধান্ত দেয়া একথা নির্দেশ করছে যে, তিনি শরীয়তের জাহের এবং হাকীকত ও বাতেনী বিবেচনায় সিদ্ধান্ত প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তিনি প্রথমে হাকীকতের দাবী অনুযায়ী তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান তার নিকট (জাহেরী বিধানের আলোকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে) আবেদন করেছিলেন যখন তিনি দ্বিতীয়বার তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন, সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় ঐ আবেদনই করলেন অতঃপর তিনি শরীয়তের জাহেরী বিধান অনুযায়ী হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এরপর যখন ঐ চোর (রাসূলে পাকের বাহ্যত: পরলোক গমনের পর) পঞ্চমবার চুরি করল, তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাপারে হুজুর নবীয়ে মুকাররাম শফীয়ে মুআয্যাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা ও

তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। তার কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনা হলো- মুসনাদে কবীর ও সগীর, আল মুজাম ফীল হাদীস ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৮, আল ই'লাম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭১)

৫৮. ইমাম, হাফিজ, মুহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ জিয়াউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ বিন আহমদ বিন আবদুর রহমান আস সাদী আল মাকদাসী আস সালেহী আল হাম্বলী, তিনি ৫ জমাদিউস সানী দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন ১৮ জমাদিউস সানী ইন্তেকাল করেন, সাফাহ নামক স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি হলো আল আহাদীসুল মুখতারাহ, মানাকিবে আসহাবে হাদীস, মানাকিবে জাফর বিন আবি তালিব, ফাযাইলুল কুরআন ইত্যাদি। (মুজামুল মুআল্লিফীন, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৮, আল ইলাম, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা : ২৫৫)

৫৯. ফীল হাদীস, কৃত: হাফেয জিয়াউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ আল মাকদাসী আল হাম্বলী (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬২৪)

৬০. ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সাহিত্যিক আবু সুলায়মান আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ইবনুল খাত্তাব আল খাত্তাবী আল বুস্তী, তিনি হযরত ওমর বিন খাত্তাবের ভাই যায়িদ বিন খাত্তাবের বংশভূত। তার জন্ম ও ওফাত বুসত নামক স্থানে হয়েছে। তার বিখ্যাত রচনাবলী হলো, মাআলিমুস সুনান ফী শরহে কিতাবুস সুনান লি আবু দাউদ, গরীবুল হাদীস, শরহুল বুখারী, ইলামুল হাদীস ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৮)

সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করেছেন যে, তিনি ঐ নির্দেশের সম্বন্ধ রাসূলে পাকের পক্ষে ও আনুকূল্যে করেছেন।

যদি কোন মূর্খ এটি মনে করে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও খেয়াল অনুযায়ী হত্যা করেছিলেন, তাহলে এর চেয়ে বড় কোন অজ্ঞতা আর হতে পারেনা। কারণ তার এ ধ্যান-ধারণা দুটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা যে, "তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন" এটি তো সুস্পষ্ট বিধান। এরপর আপন গবেষণা (اجتهاد) কীভাবে? অর্থাৎ এটি আপন মত ও গবেষণার নিরিখে হত্যার নির্দেশ ছিলনা।

২. আল্লামা খাত্তাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফকীহগণের মধ্যে কেউই এ সিদ্ধান্ত উপনীত হননি যে, চোরকে হত্যা করা হবে। এটি এ কথা প্রমাণ করছে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় গবেষণা (ইজতিহাদ)'র মাধ্যমে এমনটি করেননি; বরং ঐ মূলসূত্রের আলোকে ফয়সালা করেছিলেন- যা সে ব্যক্তির সাথে বিশেষিত ছিল।

তৃতীয় হাদীসে পাক

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ : اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ : اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ : اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، قَالَ : اقْتُلُوهُ، قَالَ جَابِرٌ : فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتْ الْإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ

الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ.

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহিমা উভয়েই স্ব স্ব 'সুনান' এ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ আকীল হেলালী থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি মাসআব বিন সাবিত বিন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন মুনকাদার থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে জনৈক চোরকে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তো চুরি করেছে মাত্র! নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার হাত কেটে দাও। অতএব তার হাত কেটে দেয়া হলো। তাকে দ্বিতীয়বার (চুরির অপরাধে) রাসূলে পাকের দরবারে আনা হলো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করে ফেলো, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরয করলেন, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে শুধু চুরি করেছে! তখন তাজেদারে রেসালাত মাহবূবে রাব্বুল ইজ্জত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার পা কেটে দাও। অতএব তার পা কেটে দেয়া হলো। অতঃপর তাকে তৃতীয়বার (একই অভিযোগে) রাসূলে পাকের নিকট উপস্থিত করা হলো, তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তো কেবল চুরি করেছে! তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তার দ্বিতীয় পা'টি কেটে দাও। অতঃপর চতুর্থবার তাকে উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবাগণ আবেদন করলেন, সে তো চুরি করেছে মাত্র! তিনি ইরশাদ করলেন, তার অপর হাতটি কেটে দাও। এরপর পঞ্চমবার তাকে (অভিন্ন অপরাধে) হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আনা হলো, আর তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করো। হযরত সায়্যিদুনা জাবের

রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছি এরপর তাকে কূপে নিক্ষেপ করে উপরিভাগ থেকে পাথর ছুড়ে মেরেছি।[৬১]

অনুরূপভাবে সায়্যিদুনা ইমাম আবু দাউদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসে পাকটি বর্ণনা করেছেন এবং এতে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। অতএব এ হাদীসে পাকটি তাদের মতে বিশুদ্ধ যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় কিংবা তাদের মতে এ বরকতময় হাদীসটি হাসান পর্যায়ের যেমনটি উসূলে হাদীসে এটির বিধান স্বীকৃত ও নির্ধারিত। ইমাম নাসাঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মাস আব বিন সাবেত হাদীসে সুদৃঢ় ও বিশ্বস্থ নন। আর ইমাম যাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'মীযানুল ই'তিদাল'[৬২] এ বলেন, হযরত যুবাইর রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত মাসআব রাহমতুল্লাহি আলাইহি তৎকালীন সবচেয়ে বড় আবেদ ও বুযর্গ ছিলেন। তার ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি বিরামহীন রোজা পালনের সুন্নত আদায় করেছেন এবং দৈনিক এক হাজার রাকাত নামায আদায় করতেন, এমনকি তিনি অত্যধিক ইবাদতের কারণে শুকিয়ে (দুর্বল হয়ে) গিয়েছিলেন।

আমি (লেখক) বলছি, পূর্বোক্ত হাদীসে পাকটি (ইমাম যাহাবীর) এ বর্ণনার সমর্থন করছে। মুহাম্মদ বিন মুনকাদার থেকে এ হাদীসে পাকটি বর্ণনায় মাসআব একক নন' বরং হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৬৩] ও তার নিকট থেকে হাদীসে পাক গ্রহণে তার অনুসরণ করেছেন এবং হিশাম সহীহাইনের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম দারে কুতনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি[৬৪] (৩০৬-৩৮৫ হি:) এ হাদীসে পাকটি স্বীয় 'সুনান' এ এরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বিন

---

[৬১]. সুনানে নাসায়ী, কিতাবু কতউস সারিক, باب قطع اليدين والرجلين من السارق...الخ খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯০

[৬২]. মিযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, কৃত: শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আয যাহাবী আল হাফিজ (ওফাত : ৭৪৮) (কাশফুয যুনুন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯১৭)

[৬৩]. ইমামুল হাদীস আবুল মুনযার হিশাম বিন ওরওয়াহ বিন যুবাইর বিন আওয়ায আল করশী আল আসাদী আত তাবিঈ, তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন, তথায় জীবন যাপন করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারাতেই ওফাত লাভ করেন। তার থেকে ৪০০ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৭)

[৬৪]. হাফেজ, মুহাদ্দিস, ফকীহ আবু হাসান আলী বিন ওমর বিন আহমদ বিন মাহদী আল বাগদাদী আদ দারে কুতনী আশ শাফিঈ, তিনি জিলকদ মাসে দারে কুতনে জন্মগ্রহণ করেন এবং জিলকদ

আহমদ বিন সাদ রাহাভী আব্বাস বিন উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া রাহাভী থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন সিনান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন মুনকাদার থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীসে পাকটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম দারে কুতনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইবনে সাফওয়ান থেকেও হাদীসে পাকটি বর্ণনা করেছেন। সেটির সনদ হলো, ইবনে সাফওয়ান মুহাম্মদ বিন ওসমান থেকে, তিনি তার চাচা কাসেম এবং তিনি আয়িজ বিন হাবীব থেকে এ হাদীসে পাকটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমাম দারে কুতনী আবু বকর আল আবহারী থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেটির সনদ এরূপঃ আবু বকর আল আবহারী মুহাম্মদ বিন হুরাইম থেকে, তিনি হিশাম বিন আম্মার থেকে, তিনি সাঈদ বিন ইয়াহইয়া থেকে এবং তারা উভয়েই হযরত হিশাম বিন ওরওয়াহ থেকে এ হাদীসে পাকটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নাসাঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদবিন ইয়াজীদ বিন সিনান নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নন।

ইমাম দারে কুতনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। কিন্তু ইমাম হাতেম রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৬৫] (২৪০-৩২৭ হিঃ) বলেন, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন।

ইমাম যাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'আল মুগনীতে'[৬৬] বলেন, আয়িজ বিন হাবীব শিয়া ছিলেন। তার অসংখ্য বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত (মুনকার), কিন্তু

মাসেই বাগদাদে ওফাত প্রাপ্ত হন। তাকে হযরত মারুফ, করখী রাহমতুল্লাহি আলাইহির পাশে সমাহিত করা হয়েছে। তার প্রসিদ্ধ রচনাবলী হলো- আল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফী আসমায়ির রিজাল, কিতাবুস সুনান, আদ দোয়াফা, আখবারু আমর ইবনে উবাইদ ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৮০, আল ই'লাম, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৪)

[৬৫]. হাফেজুল হাদীস, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ফকীহ আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আবি হাতেম বিন ইদরীস আত তামীমী আল হানজালী আর রাযী, তার ওফাত মহররম মাসে রায় নামক স্থানে হয়েছে। তার কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনা হলো তাফসীর কুরআনুল করীম, আর রাদ্দু আলাজ জাহীমা, আদাবুশ শাফিয়ী ওয়া মানাকিবাহ, আল ফাওয়ায়িদুল কুবরা, আল মারাসীল ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৯, আল ই'লাম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩২৪)

[৬৬]. আল মুগনী ফীদ্ দো আফায়ী ওয়া বাদিস সিফাত কৃতঃ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ আয যাহাবী (ওফাতঃ ৩৮৮ হিঃ) (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৫)

কতিপয় সনদসমূহের সাথে কতিপয় সনদের মিল থাকা দৃঢ়তার ফায়েদা দেয়। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ বর্ণনার ক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন করেছেন।

অতএব জেনে নিন যে, মাসআব দুর্বল নন; বরং হাদীসের ক্ষেত্রে কোমল ছিলেন। যখন তার সাথে তদনুরুপ বর্ণনা মিলে যায়, তখন ঐ হাদীসে হাসানের বিধান আরোপ করা হবে এবং যখন সেটির সাথে কোন দ্বিতীয় সাহাবী থেকে বর্ণনা গ্রহণে তৃতীয় ও চতুর্থ পরম্পরা (متابع) ও বিশুদ্ধ দলীল (صحيح شاهد) মিলে যায়, তাহলে এরপর ঐ হাদীসটি সহীহ এর পর্যায়ে পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন সংশয় থাকে না। এজন্য ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসে পাক হতে বিশেষতঃ শেষোক্ত সনদ হতে দলীল গ্রহণ করেছেন। যেটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং তাদের কারো উপর অপবাদ আরোপতি হয়নি। ইমাম ইবনে হিব্বান রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২৭০-৩৫৪ হি:) সাঈদ বিন ইয়াহইয়াকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অতএব হযরত সায়্যিদুনা হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের মতো হযরত সায়্যিদুনা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসও বিশুদ্ধ হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে গেল। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য)

আল্লামা খাত্তাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৩১৯-৩৮৮ হি:) 'মাআলিমুস সুনান'[৬৭] এ উক্ত হাদীসে পাকটির ব্যাখ্যায় বলেন, আমি ফকীহগণের মধ্যে এমন কোন ফকীহর ব্যাপারে অবগত নই, যিনি চোরকে হত্যা করা বৈধ বলে মনে করেছেন। যদিও সে বারংবার চুরি করে। এজন্য এটিকে এ কথার উপর ধারণা করা যাবে যে, হুজুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সিদ্ধান্ত থেকে এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি জানতেন, সে বারংবার এ অন্যায় ও মন্দকর্ম করবে। এছাড়া এ কথাও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশ (ওহী) অবতীর্ণ করা কিংবা তাকে ভবিষ্যতের অবস্থাদি অবহিত করার কারণে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। আর এ হাদীসে পাকটির ভাষ্য তাঁর সাথেই বিশেষিত। আল্লামা খাত্তাবীর আলোচনা সমাপ্ত হল।

---

[৬৭]. মু'আলিমুস সুনান ফী শরহে সুনানে আবি দাউদ কৃত: আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল খাত্তাবী ওফাত : ৩৮৮ হি:, (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০০৫)

আল্লামা খাত্তাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মত এটিই, যেটির উপর আমাদের মতের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ হাদীসে পাক

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، أَخْبَرَنِي هُودُ بْنُ عَطَاءَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ يُعْجِبُنَا تَعَبُّدُهُ وَاجْتِهَادُهُ ، قَدْ عَرَفْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِاسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَوَصَفْنَاهُ بِصِفَتِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ ، قُلْنَا : هُوَ هَذَا ، قَالَ : «إِنَّكُمْ لَتَخْبِرُونَ عَنْ رَجُلٍ ، إِنْ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ» ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَسْلِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَنْشُدُكَ بِاللهِ ، هَلْ قُلْتَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ : مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ ، أَوْ خَيْرٌ مِّنِّيْ ؟» ، قَالَ : اَللَّهُمَّ نَعَمْ ، ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَقْتُلُ رَجُلاً يُصَلِّي ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : «مَا فَعَلْتَ ؟» ، قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ ، قَالَ : « مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ » ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ ، قَالَ عُمَرُ : أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِّنِّيْ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَهْ ؟» ، قَالَ : وَجَدْتُهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ لله فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ ، قَالَ : «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟» ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا ، قَالَ : «أَنْتَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ» ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ :

«مَهْ ؟» ، قَالَ : وَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ ، فَقَالَ : «لَوْ قَتَلَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أُمَّتِي رَجُلاَنِ ، كَانَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ».

ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৬৮] (১৫৯-২৩৫ হি:) স্বীয় 'মুসদান'-এ[৬৯] বলেন, মূসা বিন উবাইদা, তিনি হুদ বিন আতা ইয়ামেনী থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈক ব্যক্তির ইবাদত ও সাধনা আমাদেরকে হতবাক করেছিল। আমরা রাসূলে পাকের দরবারে ঐ যুবকের নাম উচ্চারণ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পারলেননা। আমরা তার গুণ বর্ণনা করলাম, এরপরও তিনি তাকে চিনলেননা। তখনো আমরা তার আলোচনাই করতে ছিলাম, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হলো। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেই ওই ব্যক্তি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তির সংবাদ দিচ্ছ, যার চেহারায় শয়তানের কৃষ্ণতা (অর্থাৎ কপটতার নিদর্শন) রয়েছে। সে তাদের সামনে উপস্থিত হলো আর সালাম করলোনা। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি! তুমি সভায় অবস্থানকালে এ কথা বলেছিলে যে, গোত্রের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে সম্মানিত কিংবা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেই? সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ। সত্য হলো যে, আমার এরূপ ধারণা আসতে থাকে। অতপর সে চলে গেল এবং মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কে

---

[৬৮]. হাফেজুল হাদীস মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ আবু বকর আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন ওসমান আল কূফী আল আবাসী, তিনি ইবনে আবিশায়বা নামে সমধিক পরিচিত। তিনি মহররম মাসে ইন্তেকাল করেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হলো আল মুসনাদ ফীল হাদীস, আস সুনান ফিল ফিকহ, কিতাবুত তাফসীর, আত তারিখ, আল ঈমান, কিতাবুয যাকাত, আল মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আছার ইত্যাদি। (আল ই'লাম লিয যুরকানী, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৭)

[৬৯]. মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা, কৃত: ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন কাজী আবি শায়বা (কাশফুয যুনুন, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ১৬৭৮)

ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তাকে হত্যা করবো। যখন তিনি মসজিদ প্রবেশ করলেন, তখন তাকে নামায অবস্থায় পেলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর পবিত্রতা, আমি এমন ব্যক্তিকে কিভাবে হত্যা করবো, যে নামাজরত অবস্থায় রয়েছে; অথচ সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামাজীদের হত্যা করতে বারণ করেছেন? তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি করলে? তিনি বললেন, আমি তাকে নামাযরত অবস্থায় হত্যা করতে অপছন্দ করলাম। আর আপনি নামাযীদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি পুনরায় ইরশাদ করলেন, কে আছো যে তাকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি। অতঃপর যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তাকে সিজদারত অবস্থায় পেলেন এবং বললেন, আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার চেয়ে উত্তম। অতএব তিনিও বেরিয়ে আসলেন। নবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে ওমর! থামো এবং বলো কী হলো? তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় পেলাম, তাই তাকে হত্যা করতে অপছন্দ করলাম। তাঁর সম্মুখে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি পুনরায় ইরশাদ করলেন, কে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা আলী আল মুরতাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে হত্যা করবো। তখন নবীয়ে করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি তাকে পাও, তাহলে অবশ্যই হত্যা করবে। অতএব তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, কিন্তু যে চলে গেল। অতএব তিনি রাসূলে পাকের নিকট প্রত্যাগমন করে বললেন, সে চলে গেছে। তখন হুজুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি তাকে হত্যা করে দিতে, তাহলে সে ফিৎনা সৃষ্টিকারী প্রথম ও

শেষ ব্যক্তি হতো। তারপর আমার উম্মতের মধ্যে কখনো দুব্যক্তিও পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করতো না।"[৭০]

আল্লামা ইবনে মাদায়নী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৭১] (১৬১-২৩৪হি:) এটি স্বীয় 'মুসনাদ আস সিদ্দীক' এ হযরত জায়িদ বিন হাব্বাব রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত হুদ বিন আতা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাদের থেকে এ হাদীসে পাকটি ব্যতীত আর কোন হাদীস সংরক্ষণ উপযোগি নয়।

ইমাম আবু ইয়ালা রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২১০-৩০৭) এটি স্বীয় মুসনাদে মূসার একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মূসা এবং তার শায়খ উভয়েই হাদীসের ক্ষেত্রে অসুদৃঢ় (কমজোর সম্পন্ন) ছিলেন, কিন্তু হাদীসের এমন অসংখ্য সনদ রয়েছে যেগুলো এটির অকাট্যতা দাবী করে।

চতুর্থ হাদীসের দ্বিতীয় সনদ

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ فِي حَوضِ زَمْزَمَ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا رَجَعَ وَحَطَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ عَمِدَ إِلَى مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَجَعَلَ يُصَلِّي فِيْهِ فَيَطِيْلُ الصَّلاَةَ ، حَتَّى جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوْنَ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَيْهِمْ ، فَمَرَّ يَومًا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَذَا ذَاكَ الرَّجُلُ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ، وَإِمَّا جَاءَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

---

[৭০]. মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আবি বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু, হাদীস : ৮৫, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯

[৭১]. হাফেজ, মুহাদ্দিস আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন নাজীহ সাদী আল বাসারী আল মাদায়িনী, তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং রায়'র 'বছর' নামক অঞ্চলে জিলকদ মাসের সমাপ্তিলগ্নে ইন্তেকাল করেন, আস্কারে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার সাড়াজাগানো কয়েকটি গ্রন্থ হলো আত তাবাকাত, আল আসামী ওয়াল কুনী, আল মুসনাদ ফীল হাদীস, তাফসীরু গরীবুল হাদীস ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬৫, আল ই'লাম, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০৩)

مُقْبِلاً قَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سُفْعَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ» ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى الْمَجْلِسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : «أَقُلْتَ فِي نَفْسِكَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ : لَيْسَ فِي الْقَوْمِ خَيْرٌ مِّنِّيْ ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى نَاحِيَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ ، فَخَطَّ خَطًّا بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ صَفَّ كَعْبَيْهِ فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا يَقْتُلُهُ ؟» ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ ؟» ، قَالَ : وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا يَقْتُلُهُ ؟» ، قَالَ عُمَرُ ﷺ : أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله لِعُمَرَ : «أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ ؟» ، قَالَ : يَا نَبِيَّ الله وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ : «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا يَقْتُلُهُ ؟» ، قَالَ عَلِيٌّ ﷺ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ» ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ ؟» ، قَالَ : لَمْ أَدْرِ أَيْنَ سَلَكَ مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّ هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِيْ» ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَوْ قَتَلْتَهُ أَوْ قَتْلُهُ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي اِثْنَانِ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقُوْا عَلَى وَاحِدٌ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ يَعْنِي أُمَّتُهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً» ، فَقُلْنَا : يَا نَبِيَّ الله ﷺ ، مِنْ تِلْكَ الْفِرْقَةِ ؟ قَالَ : «اَلْجَمَاعَةُ».

ইমাম আবু ইয়ালা রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২১০-৩০৭ হি:) স্বীয় মুসনাদ এ বলেন, আবু হায়সুমা ওমর বিন ইউনুস থেকে, তিনি ইকরামা বিন আম্মার থেকে, তিনি ইয়াযীদ রাকাশী থেকে, তিনি জমজম কূপের চতুর্পাশে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের সমবেত অবস্থায় বর্ণনা করেন, তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে পাক সাহিব লাউলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি আমাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো, তখন তার বাহন একপাশে বেঁধে মসজিদ অভিমূখী হয়ে নামায আদায়ে ব্যাপৃত হয়ে যেতো এবং নামাজকে দীর্ঘায়িত করে আদায় করতো, এমনকি কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম তাকে নিজেদের চেয়ে উত্তম বলে ধারণা করতে লাগলো।

একদিন রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সমেত বসা ছিলেন আর সে তথায় উপস্থিত হলো, তখন কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ হল সে ব্যক্তি যার প্রতি এখানে আগমনের জন্য আল্লাহ তা'আলা বার্তা প্রেরণ করেছেন, আর সে নিজেই এসে পড়লো। যখন তিনি তাকে আগমন করতে দেখলেন তখন ইরশাদ করলেন, ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! তার আখিদ্বয়ের মধ্যখানে শয়তানের কালো বর্ণ (দুর্ভাগ্য) রয়েছে।

যখন সে সভার পাশে দাঁড়াল, তখন রাসূলে করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সভাস্থলে দাঁড়ানোর প্রক্কালে তুমি কি আপন অন্তরে এটি বলনি যে, এসব লোকদের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে উত্তম নয়? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। এমনটি বলেছিলাম, একথা বলে সে চলে গেল। অতঃপর সে মসজিদের এক প্রান্তে গমন করে পা দ্বারা একটি রেখা অংকন করল। টাখনুদ্বয় সোজা করল, অতঃপর নামাজ আদায় করতে লাগলো। আল্লাহর মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে রয়েছো যে তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যার লক্ষ্যে গমন করলেন আর প্রত্যার্বতন করলেন, তখন সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে হত্যা করে ফেলেছো? তিনি আবেদন করলেন, আমি তাকে নামাজরত অবস্থায় পেলাম, তাই হত্যা করতে শঙ্কিত হলাম। সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে তাকে হত্যা করবে? সায়্যিদুনা ওমর

ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি, তিনি স্বীয় তরবারী ধারণ করলেন; কিন্তু তাকে নামাজ অবস্থায় দন্ডায়মান দেখে প্রত্যাগমন করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঐ লোকটিকে হত্যা করলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে নামাজরত অবস্থায় পেলাম, তাই তাকে হত্যা করতে সন্ত্রস্ত হলাম।

নবীদের তাজুওয়ার মাহবুবে রাব্বে আকবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূণর্বার ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছো যে তার নিকট যাবে এবং তাকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা আলী আল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাকে আমি হত্যা করবো। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, যদি তাকে পাও, তাহলে তুমি এমনটি করবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গমন করলেন কিন্তু তাকে না পেয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছো? তিনি আরজ করলেন, আমার জানা নেই যে, সে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন দিকে চলে গেছে। তখন নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ হলো প্রথম শিং যা আমার উম্মতের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যকার দু'ব্যক্তিও পরস্পর মতদ্বৈততা করতো না। নিশ্চয় বনী ইসরাঈল একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল আর এ উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে একটি দল ব্যতীত অবশিষ্ট্য সবগুলোই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আমরা আবেদন করলাম, হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (মুক্তিপ্রাপ্ত) ঐ দল কোনটি হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, সেটি হল জামায়াত।[৭২]

---

[৭২]. মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালেক (রা.), হাদীস : ৪১১৩, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০৪

চতুর্থ হাদীসের তৃতীয় সনদ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللهِ الحَافِظِ وَأَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكَرٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ قَالَ ذَكَرُوْا رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَذَكَرُوْا قُوَّتُهُ فِي الجِهَادِ وَاجْتِهَادُهُ فِي الْعِبَادَةِ فَإِذَا هُمْ بِالرَّجُلِ مُقْبِلٌ قَالُوْا هَذَا الَّذِيْ كُنَّا نَذْكُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِهِ سُنْعَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيْدٍ هَلْ حَدَّثْتُكَ نَفْسَكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَومِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، قَالَ نَعَمْ، ثُمَّ ذَهَبَ فَاخْتَطَّ مَسْجِدًا وَصَفَّ بَيْنَ قَدْمَيْهِ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ يَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ أَبُو بَكَرٍ أَنَا فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ فَوَجَدُهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَهَابَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَهَبْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَبُو بَكَرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ عَلِيٌّ : أَنَا، قَالَ أَنْتَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ فَذَهَبَ فَوَجَدُهُ قَدِ انْصَرَفَ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ خَرَجَ فِي أُمَّتِي لَوْ قَتَلْتُهُ مَا اخْتَلَفَ اِثْنَانِ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اِفْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالَ يَزِيْدُ الرُّقَاشِيُّ هِيَ الجَمَاعَةُ.

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'দালাইলুন নুবুয়াহ'তে[৭৩] বলেন, আবু আবদুল্লাহ আল হাফিজ ও আবু সাঈদ মুহাম্মদ বিন মূসা ইবনুল ফজল আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তারা উভয়ে বলেন, আবু আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব রবী বিন সুলায়মান থেকে, তিনি বিশর বিন বকর থেকে, তিনি আওযায়ী থেকে, তিনি রাক্কাশী থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরামগণ হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে জনৈক ব্যক্তির আলোচনা করলেন এবং রণক্ষেত্রে তার বীরত্ব ও ইবাদতের প্রতি উদ্যমতার বর্ণনা দিলেন, আর এরই মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে আগমন করতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এ হলো সে ব্যক্তি আমরা যার আলোচনা করতেছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! আমি তার চেহারায় শয়তানী দূর্বৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর ঐ ব্যক্তি এসে সালাম করলো। তখন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আপন হৃদয়ে এটি বলনি। সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে কি এরূপ বলেনি যে, লোকদের মধ্যে কেউই তোমার চেয়ে উত্তম নয়? সে বলল, হ্যাঁ অতঃপর সে মসজিদে চলে গেল, নামাজের জন্য স্থান নির্ধারণ করল, স্বীয় পদযুগল সোজা করল এবং নামায পড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তি কি আছো যে তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করবে? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি হত্যা করবো। তিনি তার নিকট গেলেন, কিন্তু তাকে নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় পেলেন। ফিরে এসে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে নামাজরত অবস্থায় পেলাম, তাই হত্যা করতে ভীত প্রবণ হলাম। তিনি পুনরায় ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে রয়েছ যে তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করবে? হযরত

---

[৭৩]. কৃত: আবু বকর আহমদ বিন আল হুসাইন ইবনুল ইমাম হাফিজ বিন আলী আল বায়হাকী। ওফাত : ৪৫৮ হি: (কাশফুয যুনূন, খ : ১. পৃষ্ঠা : ৭৬০)

সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, আমি করবো। একথা বলে তিনি তার নিকট গেলেন। অতঃপর ওটাই করলেন যা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।

তিনি পুনরায় ইরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তি কি আছো যে তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে? হযরত সায়্যিদুনা আলী আল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, আমি হত্যা করবো। তিনি ইরশাদ করলেন, যদি তুমি তাকে পাও, তাহলে নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা করে ফেলবে। অতঃপর যখন তিনি তার নিকট গেলেন, তখন সে চলে গেল। অতএব তিনি রাসূলে পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সরকারে মদীনা করারে কলব ওয়া সীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আলী! এ হলো প্রথম শিং যা আমার উম্মতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে এরপর কখনো আমার উম্মতের দু'জন লোকও পরস্পরের মধ্যে মতাবিরোধ করতোনা। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, বনী ইসরাঈলগণ একাত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত বাহাত্তর শ্রেণীতে বিভাজিত হবে। একটি দল বৈ অবশিষ্ট সবগুলো জাহান্নামে যাবে। ইয়াযীদ রুকাশী বলেন, সেটি (মার্জনাপ্রাপ্ত দল) হলো জামায়াত।[৭৪]

চতুর্থ হাদীসের চতুর্থ সনদ

এ হাদীসে পাকটি অন্য একটি সনদে ইয়াজীদ রাক্কাশী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবদুর রাযযাক রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৭৫] (১২৬-২১১ হিঃ) 'আল মুসান্নাফ'[৭৬] এ মুআম্মার থেকে বর্ণনা করেন। মুআম্মার বলেন,

---

[৭৪]. বায়হাকী : দালাইলুন নুবুওয়াহ, جماع أبواب أسئلة اليهود...الخ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৮৭

[৭৫]. হাফেজ, মুহাদ্দিস, ফকীহ আবু বকর আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম বিন নাফে আস সুনআনী আল হামীরী আল ইয়ামেনী, তিনি ৮৫ বছর বয়সে শাওয়ালের মধ্য দশকে ইন্তেকাল করেন। তার কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনা হলো আস সুনান ফিল ফিকহ। আল মুসান্নাফ ফীল হাদীস, আল মাগাযী, আল জামিউল কবীর ফীল হাদীস ইত্যাদি। (মুজামুল মুআল্লিফীন খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪২, আল ইলাম, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা : ৩৫৩)

আমি ইয়াজীদ রুকাশীকে এটি বলতে শুনেছি যে, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রণোৎসর্গকারী সাহাবীদের মধ্যে অবস্থান করতে ছিলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করলো, কিন্তু নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার মুখমন্ডলে শয়তানের অশুভ নিদর্শন রয়েছে। ঐ ব্যক্তি নিকটে এসে সালাম করল, তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মাত্র তোমার অন্তরে কি এ ধারণা আসেনি যে, এসব লোকদের মধ্যে কেউই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়? সে বলল, হ্যাঁ ঠিক এরূপই। অতঃপর সে প্রত্যাবর্তন করল।

সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে তার ঘাড় উপড়িয়ে ফেলবে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তার গর্দানে মেরে দেবো। অতএব তিনি গেলেন, কিন্তু অতি দ্রুতই প্রত্যাগমন করলেন এবং আরজ করলেন, আমি সে পর্যন্ত পৌঁছলাম কিন্তু তাকে এ অবস্থায় পেলাম যে, সে চিহ্ন লাগিয়ে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে রেখেছে এবং তাতে নামাজ আদায় করতে ছিল, তাই আমার অন্তর তাকে হত্যায় একাত্ম হয়নি।

হুজুর সাহিবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ইরশাদ করলেন, তাকে কে হত্যা করবে? তখন হযরত সায়্যিদুনা আলী আল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে হত্যা করবো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে হত্যা করবে? তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (এ লক্ষ্যে) তার নিকট গেলেন, কিন্তু অতি শীঘ্রেই রাসূলে পাকের দরবারে প্রস্থান করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতী পাঞ্জায় আমার প্রাণ! যদি আমি তাকে পেতাম, তাহলে অবশ্যই

[৭৬]. আল মুসান্নাফ ফীল হাদীস, কৃত: আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭১২)

আপনার নিকট তার শির নিয়ে আসতাম। হুজুর নবীয়ে গায়েব দাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ হলো শয়তানের প্রথম শিং যা আমার উম্মতের মধ্যে প্রকাশ পেল। যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে এরপর তোমাদের মধ্যে কখনো দু'জন লোক ও পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হতো না, নিশ্চয় বনী ইসরাঈল একাত্তর কিংবা বাহাত্তরটি দলের বিভক্ত হয়েছিল, তোমরাও তদনুরূপ কিংবা ততোধিক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তম্মধ্যে একটি দল ব্যতীত কোনটিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেনা। আবেদন করা হলো, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ দল কোনটি হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, তা হল জামায়াত, এটি ব্যতীত বাকী সবগুলোই জাহান্নামী।[৭৭]

চতুর্থ হাদীসের পঞ্চম সনদ

আল্লামা মুহামিলী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৭৮] (২৩৫-৩৩০ হি:) স্বীয় 'আল আমালী' গ্রন্থে বলেন, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াইয়া বিন সাঈদ আব্বাদ ইবনে জুওয়াইরিয়া থেকে, তিনি ইমাম আওযায়ী থেকে, তিনি হযরত কাতাদাহ থেকে এবং তিনি সায়্যিদুনা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে জনৈক ব্যক্তির আলোচনা করা হল এবং জিহাদের ময়দানে তার বীরত্ব প্রদর্শন ও ইবাদতের প্রতি তার মনোনিবেশ ও প্রচেষ্টার স্মৃতিচারণ করা হল। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তিও এসে পৌঁছাল। রাসূলে পাকের নিকট আরজ করা হলো, এ হলো সে ব্যক্তি আমরা যার আলোচনা করতে ছিলাম। তখন সরকারে মদীনা রাহাতে কলব ওয়াসীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

---

[৭৭]. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবু আহলুল বাগয়ি, باب ماجاء في الخوارج, হাদীস : ১০৪০১, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৩৬, آخرها في النار শব্দাবলী পরিবর্তিত

[৭৮]. হাফেজ, মুহাদ্দিস ফকীহ আবু আবদুল্লাহ আল হুসাইন বিন ইসমাইল বিন ওমর আল বাগদাদী আল মুহামিলী, তিনি ২৩৫ হিজরীর সূচনালগ্নে জন্মগ্রহণ করেন, ৩০ বছর কূফায় প্রধান মূফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ২৩ রবিউস সানী ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো আল আজমাউল মুহামিলিয়াত, আস সুনান ফিল ফিকহ, আমালিউল মুহামিলী, কিতাবু সালাতুল ঈদাইন, কিতাবুদ দোয়া ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০৪, আল ই'লাম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৪)

করলেন, ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! আমি তার চেহারায় শয়তানের কদর্যতা দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর ঐ ব্যক্তি আসলো এবং সালাম করলো। নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন তুমি আমাদের নিকট আগমন করলে তখন তুমি আপন অন্তরে কি এরূপ বলেছিলে না যে, এসব লোকদের মধ্যে কেউই তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়? সে উত্তর দিল, হ্যা অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে গেল এবং মসজিদে একটি স্থান নির্ধারণ করে পদযুগল সোজা করলো এবং নামাজ পড়তে লাগলো।

হুসনে আখলাকের পায়কর মাহবুবে রাব্বে আকবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কে আছো যে তার নিকট যাবে এবং তাকে হত্যা করবে? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি হত্যা করবো। তিনি তার নিকট গেলেন, কিন্তু তাকে নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় পেলেন, তাই হত্যা করতে ভীত হলেন। অতএব তিনি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাজেদারে রিসালাত শাহীন শাহে নুবুয়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর সিদ্দীক! তুমি কি করলে? তিনি বললেন, আমি তাকে নামাযে দন্ডায়মানবস্থায় পেলাম, তাই হত্যা করতে ভীত হলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, বসে পড়ো। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্য কোন ব্যক্তি কি রয়েছো যে তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তাকে হত্যা করবো। তিনি গেলেন; কিন্তু তাকে নামাযে দাড়ানোবস্থায় পেলেন, তাই হত্যা করতে শঙ্কিত হলেন। অতঃপর তিনি রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কী করলে? বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে নামাযে দন্ডায়মানবস্থায় পেলাম, তাই হত্যা করতে ভীত হলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, বসে যাও। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণবার ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহুহু বললেন, আমি হত্যা করবো। হুজুর নবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি তাকে পাও, তাহলে অবশ্যই হত্যা করবে।

হযরত আলী আল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে গেলেন, কিন্তু সে প্রত্যাগমন করেছিল। তিনি রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করলে? আরয করলেন, ইয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তো চলে গেছে। তিনি ইরশাদ করলেন, নিশ্চয় এটি আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম শিং। যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে এরপর কখনো দু'ব্যক্তিও পরস্পরের মধ্যে মতদ্বন্দ করতোনা। নিশ্চয় বনী ইসরাইল একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। সেগুলোর মধ্যে একটি দল ব্যতীত অবশিষ্ট সবগুলোই জাহান্নামী হবে। হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেটি হলো জামায়াত।[৭৯]

চতুর্থ হাদীসের ষষ্ঠ সনদ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَهُ نِكَايَةٌ فِي الْعَدُوِّ وَاجْتِهَادٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ أَعْرِفُ هَذَا» ، قَالَ : بَلْ نَعْتُهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «مَا أَعْرِفُهُ» ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ : هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «مَا كُنْتَ أَعْرِفُ هَذَا ، هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ رَأَيْتُهُ فِي أُمَّتِي ، إِنَّ فِيهِ لَسُفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ» ، فَلَمَّا دَنَا الرَّجُلُ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ حِيْنَ طَلَعْتَ عَلَيْنَا أَنَّ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ؟» ، قَالَ : اَللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ : «قُمْ فَاقْتُلْهُ»، فَدَخَلَ أَبُو

---

[৭৯]. আল মারজাউস সাকিব, হযরত কাতাদাহর উক্তি অনুল্লিখিত

بَكْرٍ فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلصَّلاَةِ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَلَوْ أَنِّي اِسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَقَتَلْتَهُ ؟» ، قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ، وَرَأَيْتُ لِلصَّلاةِ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَإِنْ شِئْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : «لَسْتُ بِصَاحِبِهِ ، اِذْهَبْ أَنْتَ يَا عُمَرُ فَاقْتُلْهُ» ، فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ فَانْتَظَرَهُ طَوِيْلاً ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَلَوْ أَنِّي اِسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَدْ أَسْتَأْمِرُهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : «أَقَتَلْتَهُ ؟» قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ سَاجِدًا ، وَرَأَيْتُ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَإِنْ شِئْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَسْتُ بِصَاحِبِهِ ، قُمْ يَا عَلِيُّ أَنْتَ صَاحِبُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ»، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ قَتَلَ الْيَومَ مَا اخْتَلَفَ رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ».

ইমাম আবু ইয়ালা রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুসনাদে বলেন, মুহাম্মদ বিন বুকার আবু মাসার থেকে, তিনি ইয়াকুব বিন যায়িদ বিন তালহা থেকে, তিনি যায়িদ বিন আসলাম থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নূরের পায়কর দোজাহাঁকি তাজুওয়ার সুলতানে বাহর ওয়া বার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন একজন ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, যে শত্রুকে আঘাত কিংবা হত্য করে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতো এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করতো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাকে চিনি না। সাহাবায়ে কেরামগণ বলতে লাগলেন, কেন চিনবেন না! তার এমন এমন বিশেষত্ব এবং গুণাবলীও রয়েছে। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তাকে চিনিনা। এরই প্রাক্কালে ঐ ব্যক্তি এসে পড়লো। তখন

সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই সেই ব্যক্তি আমরা যার আলোচনা করছিলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে তো আমি এ পরিচয়ে চিনি যে, সে হলো প্রথম শিং (শয়তানের সিদ্ধান্তের অনুকরণকারী ব্যক্তি) যা আমি আমার উম্মতের মধ্যে দেখলাম। তার মধ্যে শয়তানী দুস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে। যখন ঐ ব্যক্তি নিকটে আসলো এবং সালাম করলো, তখন লোকেরা সালামের উত্তর দিল। অতঃপর রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইরশাদ করলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথদানপূর্বক জিজ্ঞাসা করছি যে, যখন তুমি আমাদের সম্মুখে আগমন করতেছিলে তখন কি আপন অন্তরে এটি বলনি যে, সমবেত লোকদের মধ্যে কেউই তোমার চেয়ে উত্তম নয়? সে বলল, হ্যাঁ। আল্লাহর শপথ! কল্পনা তো এরূপই ছিল। অতঃপর সে মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করতে লাগলো। তিনি সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন, উঠো এবং তাকে হত্যা করো। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তাকে নামাজরত অবস্থায় পেলেন, তখন স্বীয় অন্তরে বলতে লাগলেন, নামাজের একটি মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে, তাই আমার এ ব্যাপারে রাসূলে পাকের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। যখন তিনি রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে হত্যা করলে? তিনি বললেন, না, আমি তাকে নামাজরত অবস্থায় দেখলাম, তখন মনে করলাম নামাজের একটি পবিত্রতা ও অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইচ্ছা করতেন যে, ঐ অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলা হোক, তাহলে আমি তাকে হত্যা করে ফেলতাম। তিনি ইরশাদ করলেন, এটি তোমার কর্ম নয়, হে ওমর! তুমি যাও এবং তাকে হত্যা করো।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, আর তখন সে সিজদাবস্থায় ছিলো, তিনি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেন, অতঃপর অন্তরে বলতে লাগলেন যে, সিজদারও একটি অধিকার রয়েছে। অতএব আমার জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। এজন্য যে, হযরত

সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, তিনিও অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। তাই তিনি দরবারে রিসালতে উপস্থিত হলেন, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে হত্যা করে ফেলেছো? তিনি আরজ করলেন, না, আমি তাকে সিজদারত অবস্থায় দেখে ভাবলাম সিজদারও একটি অধিকার রয়েছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করতেন যে, ঐ অবস্থায় আমি তাকে হত্যা করি, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতাম। তখন নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটি তোমার কর্ম নয়, হে আলী! তুমি উঠো। তুমিই এ কর্মেরযোগ্য যদি তাকে পাও। অতএব তিনি গমন করলেন, কিন্তু তিনি তাকে পেলেন না। কারণ সে মসজিদ থেকে বহিগর্মন করেছে। তিনি রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে হত্যা করলে? তিনি বললেন, না। তখন হুজুর পুরনূর শাফিয়ে ইয়াউমুন নুশুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আলী! যদি তুমি আজ তাকে কতল করে দিতে, তাহলে দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে দু'জন লোকও পরস্পর মতবিরোধ করতো না।[৮০]

চতুর্থ হাদীসের সপ্তম সনদ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْكُوفِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ شَرِيْكٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ رَجُلٌ حُسْنُ السَّمَتِ ذَكَرُوْا مِنْ أَمْرِهِ أَمْرًا حُسْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنِّي لأَرَى عَلَى وَجْهِهِ سُفْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا انْتَهَى فَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِاللهِ جِئْتُ ذِكْرُ كَلِمَةٍ أَحْسِبُهُ قَالَ : قُلْتَ فِي نَفْسِكَ ، أَوْ

[৮০]. মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালেক (রা.), হাদীস : ৩৬৫৬, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৮৯-২৯০

إِنَّكَ تَرَى فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّهُ قَدْ طَلَعَ فِي أُمَّتِي أَحْسِبُهُ قَالَ : قَوْمٌ هَذَا وَأَصْحَابُهُ مِنْهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَفَلاَ أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : بَلَى فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَالَ عُمَرُ : أَفَلاَ أَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي رَاكِعًا فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَفَلاَ أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بَلَى أَنْتَ تَقْتُلُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدْهُ.

ইমাম বাযযার রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৮১] (২১০-২৯২ হি:) স্বীয় 'মুসনাদ'[৮২] এ বলেন ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ কূফী, আবদুল্লাহ বিন শরীক থেকে তিনি স্বীয় পিতা থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে তিনি আবু সুফিয়ান থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম তখন একজন প্রভাবশালী ও সুবেশী ব্যক্তি আগমন করলো, সাহাবায়ে কেরামগণ তার কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা করলো, তখন আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি তার চেহারায় জাহান্নামের (অধিবাসীর) নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। যখন সে নিকটে এসে পৌছল তখন সালাম করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

---

[৮১]. হাফেজুল হাদীস মুহাদ্দিস ফকীহ আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদুল খালেক আল বাসারী আল বাযযার, তার সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হলো শরহে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, মুসনাদে বাযযার, আল বাহরুয যাওয়াখির ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৩, আল ই'লাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৯)

[৮২]. মুসনাদে বাযযার, কৃত: আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদুল খালেক আল বাযযার। (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৮২)

আল্লাহর শপথ! আমার বিশ্বাস যে, তুমি অন্তরে এরূপ বলনি কিংবা, নিজের ব্যাপারে এটি ধারণা করনি যে, তুমি এসব লোকদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতর? সে উত্তর দিল, হ্যা ঠিক তেমনিই যখন সে চলে গেল তখন নবীয়োকী তাজুওয়ার দোজাহাকি সরওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, শয়তানের শিং প্রকাশ পেয়ে গেল, সে এবং তার সঙ্গীরা তাদেরই শয়তানের দলভূক্ত হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কি আমি তাকে হত্যা করবো না? তিনি ইরশাদ করলেন, কেন করবে না। অতএব তিনি তার নিকট গেলেন কিন্তু তাকে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় পেলেন তাই নবীয়ে পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করে আরজ করলেন, আমি তাকে নামাজবস্থায় পেলাম তাই হত্যা করিনি।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, কি আমি তাকে হত্যা করবো না? তিনি ইরশাদ করলেন, কেন করবে না। অতএব তিনি তার নিকট গমন করলেন কিন্তু তাকে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় পেলেন তখন রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, আমি তাকে নামাজবস্থায় পেলাম তাই তাকে হত্যা করতে পারিনি। হযরত সায়্যিদুনা আলী আল মুরতাদা কাররামাআল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি তাকে হত্যা করে ফেলবো না? তিনি ইরশাদ করলেন, কেন করবে না, যদি তুমি তাকে পাও তাহলে অবশ্যই কতল করবে। হযরত সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যার অভিসন্ধি নিয়ে গমন করলেন কিন্তু তাকে পেলেন না (সে মসজিদ থেকে প্রত্যাগমন করেছিল)।[৮৩]

চতুর্থ হাদীসের অষ্টম সনদ

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالُوْا فِيْهِ وَأَثْنَوْا

---

৮৩. বাযযার : আল-মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৩, হাদিস : ৭৫১০

عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَنْ يَقْتُلُهُ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ قَدْ خَطَّ عَلَى نَفْسِهِ خُطَّةً فَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِيهَا ، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى ذَلِكَ الحَالِ رَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ يَقْتُلُهُ؟» فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا ، فَذَهَبَ فَرَآهُ يُصَلِّي فِي خُطَّةٍ قَائِمًا يُصَلِّي فَرَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ لَهُ أَوْ مَنْ يَقْتُلُهُ؟» ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَنْتَ وَلاَ أَرَاكَ تُدْرِكُهُ». فَأَنْطَلَقَ فَوَجَدَهُ قَدْ ذَهَبَ.

আল্লামা আবু বকর বিন আবি শায়বাহ (১৫৯-২৩৫ হি:) ও ইমাম আহমদ বিন মানী (১৬০-২৪৪ হি:) রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা উভয়েই স্ব স্ব 'মুসনাদ' এ বলেন, ইয়াজীদ বিন হারুন, আওয়াম বিন হাওশাব থেকে, তিনি তালহা বিন না'ফে থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি শাহীনশাহে খোশ খিসাল, বিবি আমেনা কি লাল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেছিলো। সাহাবায়ে কেরামগণ তার ব্যাপারে কথোপকথন করত: তার গুণকীর্তন করলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে কে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, আমি। তিনি তার নিকট গেলেন, কিন্তু তাকে নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় পেলেন, সে চিহ্ন লাগিয়ে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে রেখেছিলো। যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন ফিরে আসলেন। তাকে হত্যা করলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে কে হত্যা করবে? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি হত্যা করবো। অতপর তিনি তার নিকট গেলেন, কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট স্থানে নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন না।

সরকারে মদীনা রাহাতে কলব ওয়া সীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ইরশাদ করলেন, তাকে কে হত্যা করবে? হযরত

আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম আরজ করলেন, তাকে আমি হত্যা করবো। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি এমনটি করবে; কিন্তু আমার মনে হয় যে, তুমি তাকে পাবেনা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে দেখলেন যে, সে চলে গেছে।[৮৪]

ইমাম আবু ইয়ালা রাহমতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসে পাক বর্ণনার সূত্র এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আবু হায়সুমা, ইয়াজীদ বিন হারুন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

এ সনদ ইমাম মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহির শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। ইয়াজীদ বিন হারুন ও আওয়াম বিন হুশাব সহীহাইনের রাবীদের মধ্যে অন্যতম। এবং আবু সুফিয়ান তালহা বিন নাফে মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। যদি এই হাদীসের উক্ত সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদ নাও থাকতো, তবুও এ সনদ উক্ত হাদীসের দলীল ও বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হতো।

পঞ্চম হাদীসে পাক

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا.

---

[৮৪]. মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে জাবের বিন আবদুল্লাহ, হাদীস : ২২১২, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৮

সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহতুল্লাহি আলাইহি (১৬৪-২৪১ হি:) স্বীয় 'মুসনাদ'[৮৫] এ বলেন, রাওহা, ওসমান আশ শাহহাম থেকে তিনি মুসলিম বিন আবু বাকরাহ থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর নবীয়ে পাক সাহিবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের উদ্দেশ্য গমনের প্রাক্কালে জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন যে সিজদারত অবস্থায় ছিলো। তিনি নামাজ সম্পন্ন করলেন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি তখনো সিজদাবস্থায়ই ছিলো। তখন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং বললেন, তাকে কে হত্যা করবে? এক ব্যক্তি দাঁড়ালো, সে তার আস্তিন গুটালো, তরবারী উত্তোলন করলো এবং তাকে টানা-হিঁচড়া করলো। অতঃপর আবেদন করতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মাতা পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হোক! আমি সিজদারত এমন ব্যক্তিকে কীভাবে হত্যা করবো, যে এটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাস বান্দা ও রাসূল? হুজুর নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণবার বললেন, এ ব্যক্তিকে কে হত্যা করবে? অপর এক ব্যক্তি বললো, আমি হত্যা করবো। সেও আপন আস্তিন ছড়ালো, তরবারী উঠালো এবং তাকে টানা-হিঁচড়া করলো, কিন্তু এতে তার হাত কাঁপতে লাগলো। সে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি সিজদাকারী এমন ব্যক্তিকে কিভাবে হত্যা করবো, যে এটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল?

সরকারে মদীনা রাহাতে কলব ওয়াসীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যার কুদরতী হাতে

---

[৮৫]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, যা ৩০ হাজার হাদিসের সংকলন ও ১৪ খন্ডে বিন্যস্ত। (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৮)

আমার প্রাণ! যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে সে প্রথম ও শেষ ফিৎনাসৃষ্টিকারী হতো।[৮৬]

এ সনদও ইমাম মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহির শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। রাওহা সহীহাইনের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম এবং ওসমান আশ শাহ্হাম ও মুসলিম বিন আবু বাকরাহ উভয়েই মুসলিম শরীফের রাবীদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত রেওয়ায়তে হযরত সায়্যিদুনা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনার সাথে বৈপরিত্য রয়েছে, সম্ভবত: এটি অন্য কোন ঘটনা প্রসঙ্গে অপর ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত সায়্যিদুনা আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হলো ঐ বরকতময় হাদীসসমূহের মধ্যে পঞ্চম হাদীসটি, যেটির উপর আমরা নির্ভর করেছি।

ষষ্ঠ হাদীসে পাক

أَنَّهُ قَتَلَ سُوَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ اَسْلَمَ الحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ وَمَجْذَرِ بْنِ زِيَادٍ، فَشَهِدَا بَدْرًا فَجَعَلَ الحَارِثُ يَطْلُبُ مَجْذِرًا لِيَقْتُلُهُ بِاَبِيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا كَانَ يَومُ اُحُدٍ وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الجَوْلَةِ اَتَاهُ الحَارِثُ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَرَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى المَدِيْنَةِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حَمْرَاءِ الاَسَدِ فَلَمَّا رَجَعَ اَتَاهُ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَأَخْبَرَهُ اَنَّ الحَارِثَ بْنِ سُوَيْدٍ قَتَلَ مَجْذَرُ بْنُ زِيَادٍ غِيْلَةً وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى قُبَاءَ فَلَمَّا رَآهُ دَعَا عُوَيْمِ بْنُ سَاعِدَةَ فَقَالَ قَدِمَ الحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٌ إِلَى بَابِ المَسْجِدِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ بِالمَجْذَرِ بْنِ زِيَادٍ فَاِنَّهُ قَتَلَهُ يَومُ اُحُدٍ غِيْلَةً فَأَخَذَهُ عُوَيْمُ فَقَالَ الحَارِثُ دَعْنِي اُكَلِّمُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَبَى عَلَيْهِ عُوَيمُ فَجَابَذَهُ يُرِيْدُ كَلاَمُ رَسُولِ الله ﷺ وَنَهَضَ رَسُولُ الله ﷺ

[৮৬]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে আবু বাকরাহ রাদিআল্লাহু আনহু, হাদীস : ২০৪৫৩, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩১৭

يُرِيْدُ أَنْ يَرْكَبَ فَجَعَلَ الْحَارِثُ يَقُولُ قَدْ وَاللهِ قَتَلْتُهُ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ قَتْلِي إِيَّاهُ رُجُوعًا عَنِ الإِسْلاَمِ وَلاَ اِرْتِيَابًا فِيْهِ وَلِكَنَّهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ وَأَمَرَ وَكِلْتُ فِيْهِ إِلَى نَفْسِيْ فَابَى أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ وَاَخْرَجَ دِيَتُهُ وَاَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَاَعْتَقَ رَقْبَةً وَاَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا اَنِّى اَتُوبُ إِلَى اللهِ وَجَعَلَ يَمْسُكُ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَنُو مُجْذَرٍ حُضُورٌ لاَ يَقُولُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا حَتَّى إِذَا اِسْتَوْعَبَ كَلاَمُهُ قَالَ قَدِّمْهُ يَا عُوَيْمُ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

আল্লামা ইবনে সা'দ রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৮৭] (১৬৮-২৩০ হি:) 'আত তাবাকাত'[৮৮] এ বলেন, মুহাম্মদ বিন ওমর ওয়াকিদী তদীয় শায়খগণ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুজাযযার বিন জিয়াদ[৮৯] জাহেলী যুগে সুওয়াইদ বিন সামেতকে হত্যা করেছিল। আর এটি ছিল ইসলাম আগমনের পূর্বেকার ঘটনা। যখন নবীয়ে মুকাররাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন, তখন হারেস বিন সুওয়াইদ ও মুজাযযার বিন জিয়াদ ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা উভয়েই বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো। আর তখন হারেস যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাযযারকে অনুসন্ধান করতে

---

[৮৭]. হাফেজুল হাদীস, মুহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাদ মানী আয যুহরী আল বাসারী, তিনি বাসরায় জন্মগ্রহণ করেন, বাগদাদে বসবাস করেন, জামাদিউস সানীতে তার ইন্তেকাল হয়। তার মহান কীর্তি হলো তাবাকাতুস সাহাবা, যা তাবাকাতে ইবনে সাদ নামে প্রসিদ্ধ। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩১৩, আল ই'লাম, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৩)

[৮৮]. তাবাকাতুস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন কৃত: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাদ আযযুহরী আল বাসারী, প্রথমে স্বীয় যুগে তিনি এটি ১৫ অংশে লিখেন পরবর্তীতে তম্মধ্যে থেকে নির্বাচিত হাদীস সমূহ সংকলন করে ১৫ অংশের কমে বিন্যাস করা হয়েছে। (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১০৩)

[৮৯]. মুজাযযার বিন জিয়াদ বিন আমর বিন আখরাম আলবালাভী (ওফাত ৩ হি:)। যিনি সাহাবাদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে সুওয়াইদ বিন সামেতকে হত্যা করেন। তার নামের ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে একটি হলো আবদুল্লাহ, অপরটি মুজাযযার। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। হারেস বিন সুওয়াইদ বিন সামেত তাকে হত্যা করেন। (আল ই'লাম, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৭৮)

লাগলো, যাতে তাকে হত্যা করে স্বীয় পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সক্ষম হলো না।

অতঃপর উহুদ যুদ্ধের দিন আসল। মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দ্বিতীয়বার হামলা করলো, তখন হারেস মুজাযযারের পেছনে আসল এবং তার ঘাড় উপড়িয়ে দিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে 'হামারায়ে আসাদ' অভিমুখে রাওয়ানা হলেন এবং ওখান থেকে প্রত্যাগমন করতেছিলেন, তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাকে সংবাদ দিলেন যে, হারেস বিন সুওয়াইদ মুজাযযার বিন যিয়াদকে প্রতারণার ছলে হত্যা করে ফেলেছে।

অতঃপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবেদন করলেন, তাকে হত্যা করা হোক।

সুতরাং তাজেদারে রেসালাত শাহীনশাহে নুবয়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যদিও সেদিন প্রচন্ড উষ্ণতা ছিল তবুও) বাহনে আরোহণ করে 'কুবা'র দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেন, তখন ওয়াইম বিন সায়িদাকে ডেকে ইরশাদ করলেন, হারেস বিন সুওয়াইদকে মসজিদের দ্বারে নিয়ে যাও এবং মুজাযযার বিন জিয়াদের হত্যার বদলে তার গর্দান মেরে দাও। কারণ সে উহুদ দিবসে মুজাযযারকে ধোঁকাচ্ছলে হত্যা করেছে। অতঃপর ওয়াইম হারেসকে ধরে ফেললো। হারেস বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাক্যলাপ করবো, কিন্তু ওয়াইস অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণের জন্য দাঁড়ালেন। হারেস বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ! মুজাযযারকে আমিই হত্যা করেছি; কিন্তু আমার এ হত্যা করা ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া কিংবা তাতে কোন সন্দেহের কারণে ছিলনা; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে ক্রুদ্ধতা প্রদর্শন ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীলতার কারণে ছিল। আমি আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে তাওবা করছি যে, আমি তার রক্তপণ আদায় করবো। ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোজা রাখবো। একজন দাসমুক্ত করবো এবং ষাট জন নিঃস্বকে আহার করাবো। আমি আল্লাহর নিকট

তাওবা করছি এ বলে রাসূলে পাকের বাহনের লাগাম আঁকড়ে ধরলো। মুজাযযারের গোত্রীয় লোকেরাও তখন উপস্থিত ছিলো, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিছু বললেন না। যখন সে তার বক্তব্য সমাপ্ত করলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওয়াইম! তাকে নিয়ে যাও এবং তার ঘাড় উপড়িয়ে দাও। অতএব তিনি তাকে নিয়ে গেলেন এবং হত্যা করে ফেললেন।[৯০]

হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু[৯১] এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা বলেছেন,

يَا حَارُ فِي سَنَةٍ مِنْ نَومِ أَوَّلِكُمْ أَمْ كُنْتَ وَيْحَكَ مُغْتَرًّا بِجِبْرِيْلَ

হে হারেস! তোমার জন্য অনুশোচনা তুমি কি নিদ্রায় ছিলে না, জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ধোঁকাদানকারী ছিলে?

أَمْ كَيْفَ يَا ابْنَ زِيَادٍ حِيْنَ تَقْتُلُهُ بِغِرَّةٍ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ مَجْهُولُ

হে ইবনে জিয়াদ! তুমি কীভাবে গোপন থাকতে পারতে, অথচ তুমি তাকে (সুওয়াদকে) ভূপৃষ্ঠের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্ররোচিত করে হত্যা করেছিলে।

আল্লামা ইবনে আসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৯২] (৫৫৫-৬৩০ হি:) বলেন, এ বর্ণনার নকলকারীগণ একথার উপর ঐক্যমত যে, হারেস বিন

---

[৯০]. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুল জারাহ, باب ماجاء في قتل العيلة হাদীস : ১৬০৬১, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১০১

[৯১]. শায়েরুর রাসূল, আবুল ওয়ালিদ হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সাবিত বিন মুনযার আল খাযরাজী আল আনসারী আস সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু (ওফাত : ৫৪ হি:) তিনি মুখদারামীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছেন। তিনি ৩০ বছর জাহেলী যুগে এবং তদনুরূপ সময় ইসলামে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে আনসারদের কবি, নবুয়তের যুগে রাসূলে পাকের কবি এবং এরপর ইয়ামেনীদের কবি ছিলেন। (আল ই'লাম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৫-১৭৬)

[৯২]. হাফেজ, মুহাদ্দিস সাহিত্যিক ইযযুদ্দীন আবু হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল কারীম বিন আবদুল ওয়াহেদ আশ শায়বানী আল মুসিলী আল বাযরী, তিনি ইবনে আসীর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি জামাদিউল আউওয়াল মাসে ইবনে ওমর উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রতিপলিত হন অতঃপর মূসিলে অবস্থান করেন। তিনি ২৫ শাবান মুসিলে ইন্তেকাল করেন। তার সাড়াজাগানো কয়েকটি গ্রন্থ হলো আল কামিল ফীত তারিখ, আসাদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা, আল লুবাব ফী তাহজীবিল আনসাব, আল জামিউল কবীর ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২৩, আল ই'লাম, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩১)

সুওয়াইদ মুজাযযার বিন জিয়াদকে হত্যা করেছে। অতঃপর রাসূল পাক সাহিবে লাওলাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বর্ণনাকারীদের এ ঐক্যমত যা ইবনে আসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন- তা একথা দাবী করছে যে, এ বর্ণনার উপর বিশুদ্ধ সহীহ হাদীসের বিধান আরোপ করা যাবে; যদিও এটির সনদ বিশুদ্ধতার শর্তের উপর নেই, যেমনটি উসূলে হাদীস শাস্ত্রে নীতিসিদ্ধ রয়েছে। এ বক্তব্যটি আল্লামা ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৩৬৮-৪৬৩ হি:) 'আত তামহীদ'[৯৩] এর মধ্যে এবং অন্যান্য আলেমগণও উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখিত এ সমাধান হাকীকত ও বাতেন সম্পর্কে অবগতির দাবী অনুসারে ছিল। কেননা তাতে উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে না প্রতিশোধ দাবী করা হয়েছে, না রক্তপণ গ্রহণ করা হয়েছে আর না উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে কারো অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে তার বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও বর্ণিত সকল বিষয় শরীয়তের দাবীসমূহের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যদিও সরকারে দোআলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্বয়ং আরোহণ করে গমন করেছেন। কিন্তু তিনি (অন্যান্য) কিসাসের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যতো ফয়সালা করেছেন কখনো এমনটি করেননি; বরং তিনি স্বীয় আলয় কিংবা মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন, মৃতের উত্তরাধিকারীরা আগমন করতো, হত্যার বদলা হত্যা দাবী করতো, তা প্রমাণ করতো। অতঃপর যখন সে প্রতিশোধের অভিপ্রায় ও আবেদন করতো, তখন রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমার অনুপ্রেরণা দিতেন যেভাবে হাদীসে পাক রয়েছে যে,

مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

"যখনই রাসূলে করীম রাউফুর রাহমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কেসাসের আবেদন করা হতো, তখন তিনি ক্ষমা করার নির্দেশ দিতেন।"[৯৪]

---

[৯৩]. আত তামহীদ লিমা ফীল মুয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ কৃত: হাফেজ আবু ওমর বিন আবদুল বার (ওফাত: ৪৬৩ হি:) (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৪)

[৯৪]. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, কিতাবুদ দিয়্যত, باب العفو في القصاص খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯৯, হাদিস : ২৬৯২

আল্লামা বুলকীনি রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৭৬৩-৮২৪ হি:) 'আর রাওযাহ'র পাদটীকায় আল্লামা ইবনে মুনযার (২৪২-৩১৮ হি:) ও ইমাম তাবরানী (২৬০-৩৬০ হি:) রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়েই এ মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিজ্ঞানের সাথে ফয়সালা করতেন। উভয়ে এ হাদীসে পাক থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"হে রমণী! তোমার স্বামীর সম্পদ থেকে এতটুকু নিয়ে নাও, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট হয়।"[৯৫]

এ প্রমাণ উপস্থাপনের কারণ এটি যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নারীর স্ত্রীত্বের (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার) প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

আপত্তি : যদি এটি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উত্তরাধিকারীর দাবী ও আবেদন ব্যতীত এবং তার উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ব্যতীত এজন্য হত্যা করেছিলেন যে, তার নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) এসেছিলো।

জবাব : তাহলে আমি উত্তরে বলবো যে, হ্যাঁ! বক্তব্য এমনই এবং এটিই আমাদের দাবী। হাকীকত অনুযায়ী সমাধান প্রমাণ করার ভাষ্য এটিই যে, এ কর্মকান্ডের মূলতত্ত্ব (হাকীকত) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে এবং এরপর শরীয়তের আলোকে নির্ভরযোগ্য শর্তাদির উপর মূলতবি রাখা ব্যতিরেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হবে।

সর্বাবস্থায় হাকীকত অনুযায়ী সমাধান করার জন্য এটি ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্য নেই। কেননা হযরত খিযির আলাইহিস সালামও ঐ সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশ (ওহী) অবতীর্ণের পর হত্যা করেছিলেন এবং তাকে জ্ঞাত করে দেয়া হয়েছিল যে, তার কাফের হওয়ার ফায়সালার উপর

---

[৯৫]. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল আহকাম, باب القضاء على الغائب খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৬, হাদিস : ৭১৮

মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র শরীয়তে গ্রহণযোগ্য দুটি বিষয় পাওয়া যাওয়ার পূর্বেই তাকে হত্যা করো। আর তা হল; যৌবনে পদার্পন (বুলূগাত) ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে কুফরী প্রকাশ করা। এ জন্যই হযরত খিযির আলাইহিস সালাম বলেন,

"আর এসব কিছু আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি।"[৯৬]

আল্লামা আবুল হাইয়ান রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৯৭] (৬৫৪-৭৪৫ হি:) স্বীয় তাফসীর[৯৮] এ বলেন, জমহুরের বক্তব্য এটি যে, হযরত সায়্যিদুনা খিযির আলাইহিস সালাম হলেন নবী। তার বাতেনী জ্ঞানের বিষয়সমূহে অভিজ্ঞান (মা'রিফাত) ছিল, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে দান করা হতো। এবং হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম জাহেরী জ্ঞান অনুযায়ী (ফয়সালা) বিচারকার্য সম্পাদন করতেন।[৯৯]

তিনশত দিরহামের ফয়সালা

সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ ﷺ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.

---

[৯৬]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৮২

[৯৭]. মুফাসসির, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক আসীরুদ্দিন আবু হাইয়ান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আলী বিন ইউসুফ হাইয়্যান আল গারনাতী আল জাইয়্যানী আল আন্দুলুসী, তার জন্ম শাওয়ালের সায়াহ্নে হয়েছে। তিনি সফর মাসে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন, তাকে সূফীয়া কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হলো আল বাহরুল মুহীত ফী তাফসীরিল কুরআন, আন নাহার, তুহফাতুল আরীব, আল ইদরাক লিসসানিল ইতরাক ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৮৪, আল ই'লাম, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৫২)

[৯৮]. আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর কৃত: শায়খ আসীরুদ্দিন আবু হাইয়ান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন্দুলুসী। (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৬)

[৯৯]. তাফসীরে বাহরুল মুহীত, পারা ১৫, সূরা কাহাফ, ৬৫ নং আয়াত প্রসঙ্গে, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৯

আফফান হাম্মদ বিন সালমা থেকে, তিনি আবদুল মালিক আবু জাফর থেকে, তিনি আবু নাদরাহ থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন আতওয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তার ভাই ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে তিনশত দিরহাম অর্থ ও পরিবারবর্গ রেখে ইহজগত ত্যাগ করল। অতঃপর আমি ঐ সম্পদ তার পরিবারের জন্য ব্যয়ের ইচ্ছা করলাম। তখন নূরের পায়কর দোজাঁহাকি তাজওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার ভাই ঋণগ্রস্থ ছিল, অতএব তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দাও। (ঋণ আদায়ের পর) সে আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তার পক্ষ থেকে সমস্ত ঋণ প্ররিশোধ করে দিয়েছি, তবে ঐ দুই দিনার ব্যতীত- যেগুলো জনৈক মহিলা দাবী করছে; কিন্তু তার নিকট কোন প্রমাণ নেই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাকেও দিয়ে দাও, সে সত্যই বলছে।[১০০]

আল্লামা হাফেজ জাইনুদ্দীন ইরাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৭২৫-৮০৬ হি:) স্বীয় কিতাব 'কুররাতুল আইন বিল মাসাররাতি ওয়াফায়িদ দাইন' এ বলেন, এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

এ হাদীসে পাক বাতেনী ফয়সালার প্রসঙ্গভূক্ত। এরূপ কর্মকান্ডে বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরীয়তের বিধান হলো, এ অবস্থায় সাক্ষীর উপস্থিতি ও শপথ প্রাপ্ত হওয়া। কেননা এটি মৃতের উত্তরাধিকারী পক্ষের অস্বীকৃতিপূর্ণ দাবী। বিশেষত: যখন উত্তরাধিকারীগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়। কিন্তু বাতেন ও হাকীকতের মাধ্যমে অবগতির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ পরিশোধের সমাধান সাব্যস্থ করে দিলেন।

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৬৩১-৬৭৬ হি:) 'আল আযকার'[১০১] এ বলেন,

---

[১০০]. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, কিতাবুস সাদকাত, باب اداء الدين عن الميت খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৫, হাদিস : ২৪৩৩

[১০১]. হিলয়াতুল আবরার ওয়া শাআরিল আখয়ার ফী তালখীসিদ দাওয়াতি ওয়াল আযকার ফীল হাদিস, কৃত: ইমাম মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াইয়া বিন শরফুদ্দীন বিন মারী আন নববী আশ শাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি। এটি আযকারে নবভী নামে পরিচিত। এটি এক খন্ড বিশিষ্ট, যা ৩৫৫ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৮৮)

وَأَمَّا لَعْنَ الإِنْسَانُ بَعَيْنِهِ مِمَّنْ اِتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِيْ كَيَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ ظَالِمٍ، أَوْ زَانٍ أَوْ مُصَوِّرٍ، أَوْ سَارِقٍ، أَوْ آكِلُ رِبًا، فَظَوَاهِرُ الأَحَادِيْثُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.

وَأَشَارَ الْغَزَالِيُّ إِلَى تَحْرِيْمِهِ إِلاَّ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، كَأَبِي لَهَبٍ، وَأَبِي جَهْلٍ، وَفِرْعَونَ وَهَامَانَ وَأَشْبَاهُهُمْ، قَالَ : لاَنَّ اللَّعْنَ هُوَ الإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا نَدْرِي مَا يَتِمُّ بِهِ لِهَذَا الْفَاسِقِ أَوِ الْكَافِرِ، قَالَ : وَأَمَّا الَّذِيْنَ لَعَنَهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَعْيَانِهِمْ ، فَيَجُوزُ أَنَّهُ ﷺ عَلِمَ مَوتَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ.

ঐ ব্যক্তি যে কোন গুনাহের ত্রুটিতে বিশেষিত যেমন- ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, অত্যাচারী, ব্যাভিচারী, চিত্রকর, চোর কিংবা সুদখোর হয়ে। তাকে উদ্দেশ্য করে অভিসম্পাত (লানত) দেয়া জাহের হাদীসের ভিত্তিতে হারাম (অবৈধ) নয়।

কিন্তু ইমাম গাযযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১০২] (৪৫০-৫০৫ হি:) অভিসম্পাত হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্যই তার উপর অভিসম্পাত দেয়া বৈধ যার মৃত্যু কুফরের উপর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। যেমন- আবু লাহাব, আবু জেহেল, ফিরআউন, হামান, কারুন এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ।

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর কারণ বর্ণনা করছেন যে, লানত অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে দূরে রাখা। আমরা জ্ঞাত নই যে, ঐ পাপাচারী ও কাফিরের মৃত্যু কীরূপে হবে।

---

[১০২]. সূফী, উসূলী, হাকীম, যাইনুদ্দীন, হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আত তূসী আশ শাফিঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি, তিনি গাজ্জালী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি খোরাসানের তূস জনপদের তাবেরান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাবেরানেই ইন্তেকাল করেন। তার গ্রন্থরাজির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, মিনহাজুল আবেদীন, আইয়ুহাল ওয়ালাদ, মীযানুল আমল ইত্যাদি। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৭১, আল ই'লাম, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২২)

আর ঐ সব লোক যাদের উপর সরকারে দোআলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত দিয়েছেন; তা এজন্য দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর নিকট তাদের কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি জানা ছিল।[১০৩]

প্রতারক মহিলার হাত কেটে দিলেন

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَظُنُّ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ اِمْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّ فُلاَنَةَ تَسْتَعِيْرُكَ حُلِيًّا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ فَمَكَثَتْ أَيَّامًا لاَ تَرَى حُلِيَّهَا فَجَاءَتِ الَّتِيْ كَذَبَتْ عَنْ فِيْهَا فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا فَقَالَتْ مَا اسْتَعَرْتُكَ مِنْ شَيْءٍ فَرَجَعَتْ إِلَى الأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ اِسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهَا فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ اِذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا فَقُطِعَتْ.

ইমাম আবদুর রাজ্জাক রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১২৬-২১১ হি:) আল মুসান্নাফ এ বলেন, ইবনে জুরাইজ[১০৪] ইকরামা বিন খালেদ থেকে এবং তিনি হযরত আবু বকর বিন আবদুর রহমান বিন হারেস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা অপর একজন মহিলার নিকট আসল এবং মিথ্যা উচ্চারণ করে বলতে লাগলো, অমুক মহিলা তোমার নিকট অলঙ্কার ধার চেয়েছে। তাই ঐ মহিলা তাকে ধারস্বরূপ অলঙ্কার দিয়ে দিল। সে কিছু দিন অপেক্ষা করল, কিন্তু তার অলঙ্কার ফেরত পেলে না। অতঃপর যখন ঐ মহিলা অলঙ্কার অনুসন্ধান করলো, তখন সে বলতে লাগলো আমি তোমার কাছ থেকে অলঙ্কার ধার নেয়নি।

---

[১০৩]. নববী : কিতাবুল আযকার, باب النهي عن اللعن পৃষ্ঠা : ২৮২, হাদিস : ১০০৭

[১০৪]. হাফেজ, মুহাদ্দিস মুফাসসির ফকীহ আবুল ওয়ালীদ আবদুল মালিক বিন আবদুল ওযাইর বিন জুরাইজ আল উমুভী আল মাক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি মক্কা মোকাররামায় জন্মগ্রহণ করেন। রচনাকর্মে তার অবদান সমূহের মধ্যে আস সুনান, মানাসিকে হজ্জ, তাফসীরে কুরআন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (মু'জামুল মুআল্লিফীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩১৮, আল ই'লাম, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬০)

এতপর সে অপর মহিলাটির নিকট গেলো এবং তার নিকট অলঙ্কারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, তখন সেও কোন বস্তু ধার নেয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর ঐ মহিলা রাসূলে পাক সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তিনি অলঙ্কার গ্রহীতা মহিলাকে ডাকলেন, ওই সময় সে বলতে লাগলো, ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন! আমি তার কাছ থেকে কোন বস্তু ধার নেয়নি।

তখন সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন, যাও এবং তার বিছানার নিচ থেকে ঐ সব অলঙ্কার নিয়ে আসো। অতঃপর তারা গিয়ে অলঙ্কারাদি নিয়ে আসলো। এরপর হুজুর নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন এবং তার হাত কেটে দেয়া হল।[১০৫]

এ হাদীসে পাকটি মুরসাল এবং এটির বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ। এছাড়া এ হাদীসে পাকটি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর (১৩-৬৪ হি:) মুরসাল সনদেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমূখের মতে এটি সহীহ'র পর্যায়ে উপনীত।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ أَتِي النَّبِيَّ ﷺ بِامْرَأَةٍ قَدْ أَتَتْ نَاسًا فَقَالَتْ إِنَّ آلَ فُلاَنَ يَسْتَعِيْرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَأَعَارُوْهَا ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوْا أَنْ يَكُونُوا اِسْتَعَارُوهُمْ وَأَنْكَرَتْ هِيَ أَنْ تَكُونَ اِسْتَعَارَتْهُمْ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

ইমাম আবদুর রাজ্জাক হযরত ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিবকে বলতে শুনেছেনে যে, রাসূলে পাকের দরবারে এমন একজন মহিলাকে উপস্থিত করা হলো- যে লোকদের নিকট এসে বলতো যে, অমুক

---

[১০৫]. আবদুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, কিতাবুল উকূল, باب الذي يستعير...الخ হাদীস : ১৯১০৪, খন্ড : ৯ পৃষ্ঠা : ৪৯৬, আংশিক পরিবর্তিত।

বংশীয় একজন লোক তোমার নিকট অমুক অমুক জিনিস ধার চাচ্ছে। অতঃপর তারা ঐ জিনিসমূহ ঐ মহিলাকে দিয়ে দিত। এরপর যখন লোকেরা আপন জিনিসমূহের অনুসন্ধান করতো, তখন (যাদের নামে ঐ মহিলা পণ্যসামগ্রী নিয়ে যেত) ঐ সব লোকেরা অস্বীকার করত এবং ঐ মহিলাও কোন জিনিস ধার গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকার করে বসত, হুজুর নবীয়ে গায়েব দাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উক্ত অপরাধের জন্য) ঐ মহিলার হাত কেটে দিলেন।[১০৬]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ آوَتْهَا اِمْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا فَلاَمَهَا وَقَالَ لاَ أَضِعُ ثَوبِي حَتَّى آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللهُ.

ইমাম আবদুর রাজ্জাক হযরত ইবনে জুরাইজ থেকে এবং তিনি ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী ঐ মহিলাকে আশ্রয় দিল। যখন হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করলেন, তখন তিনি স্ত্রীকে গালমন্দ করলেন এবং বললেন, যতক্ষন আমি নবীয়ে পাকের দরবারে এ অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবো না, ততক্ষণ আপন বস্ত্রাদি খুলে রাখবোনা। অতএব তিনি রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এ ঘটনা শুনালেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: তোমার স্ত্রী ঐ মহিলার উপর দয়া করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তোমার স্ত্রীর উপর বিশেষ অনুগ্রহ (ক্ষমা) করেছেন।[১০৭]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ فَوَقَعَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ

---

[১০৬]. আবদুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, কিতাবুল উকূল, باب الذي يستعير...الخ হাদীস : ১৯১০৫, খন্ড : ৯ পৃষ্ঠা : ৪৯৬, আংশিক পরিবর্তিত।

[১০৭]. প্রাগুক্ত, হাদীস : ১৯১০৬, আংশিক পরিবর্তিত

إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّه.

সায়্যিদুনা ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১৬৪-২৪১ হি:) স্বীয় 'মুসনাদ' এ আসওয়াদ বিন আমের থেকে, তিনি শুরাইক থেকে, তিনি আতা বিন সায়িব থেকে, তিনি আবু ইয়াহইয়া আ'রাজ থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দু'জন ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানকল্পে উপস্থিত হলো, তখন তাদের মধ্যে একজনকে শপথের নির্দেশ দেয়া হলো। আর সে এ মর্মে শপথ করল যে, আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই! আমার নিকট এ ব্যক্তির কোন জিনিস নেই। তখন হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল আমীন আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে ব্যক্তি মিথ্যুক এবং তার দায়িত্বে ঐ ব্যক্তির হক রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন যেন সে ঐ ব্যক্তির প্রাপ্য (হক) আদায় করে দেয়।[১০৮]

উটনী চোরের ফয়সালা

أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بِنْ نَجِيْدٍ أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا الأَنْصَارِيُّ ثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الحَسَنِ اَنَّ رَجُلاً فَقَدَ نَاقَةً لَهُ وَادَّعَاهَا عَلَى رَجُلٍ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَذَا اَخَذَ نَاقَتِي فَقَالَ لاَ وَاللهِ الَّذِىْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ مَا أَخَذْتُهَا فَقَالَ قَدْ أَخَذْتَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ غَفَرَ لَكَ بِاِخْلاَصِكَ.

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৩৮৪-৪৫৮ হি:) ইমাম আবু মনসূর আবদুল কাহের বিন তাহের থেকে, তিনি আবু আমর বিন

---

[১০৮]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুসনদে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হাদীস : ২৬৯৫, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩৫

নুজাইদ থেকে, তিনি আবু মুসলিম থেকে, তিনি আনসারী থেকে তিনি আশআছ থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তির উটপালে একটি উটনী হারিয়ে গেল তখন সে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দাবী করল, তাই তাকে নবীয়ে পাকের দরবারে উপস্থিত করা হলো। অভিযোগকারী আবেদন করল, এ ব্যক্তি আমার উটনী নিয়ে গেছে। বিবাদী বললো, আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া কোন মাবুদ উপাস্য নেই! আমি তার উটনী নেয়নি। তখন আল্লাহর মাহবুব দানায়ে গুয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমিই উটনীটি নিয়েছে, অতএব ফিরিয়ে দাও। তখন ঐ ব্যক্তি উটনীটি ফেরত দিল। অতঃপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, তোমার নিষ্ঠার কারণেই তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।[১০৯]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ كَعَبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ نَاقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَجَاءَ صَاحِبَهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ فُلاَنًا سَرَقَ نَاقَتِي فَجِئْتُهُ نَأْبَى أَنْ يَرَدَّهَا إِلَيَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أُرْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتُهُ فَقَالَ وَالَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا أَخَذْتُهَا وَمَا هِيَ عِنْدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذْهَبْ فَلَمَّا قَفَاهُ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلْيُرَدَّهَا وَأَخْبَرَهُ أَنَّ الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالإِخْلاَصِ.

ইমাম আবদুর রাজ্জাক রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১২৬-২১১ হি:) 'আল মুসান্নাফ' এ বলেন, ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, আমাকে মুহাম্মদ বিন কাব কুরযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি কারো উটনী চুরি করল, সেটির মালিক রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন

---

১০৯. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুল ইয়ামীন, باب ماجاء في اليمين الغموس, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৬৬, হাদিস : ১৯৮৮০

করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অমুক ব্যক্তি আমার উটনী চুরি করেছে। আর যখন আমি তার নিকট গেলাম সে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাল।

হুজুর নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সংবাদ প্রেরণপূর্বক ডাকলেন এবং বললেন, তাকে তার উটনী ফিরিয়ে দাও। সে বলতে লাগলো, ঐ সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই! আমি সেটি পাকড়াও করিনি আর না সেটি আমার কাছে রয়েছে।

তিনি বললেন, চলে যাও। যখন সে চলে গেল তখন ঐ মুহূর্তেই রাসূলে পাকের দরবারে হযরত জিবরাইল আলাইহিস উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, সে মিথ্যা বলেছে, উটনী তার নিকটই রয়েছে। অতএব তিনি তার নিকট সংবাদ এ মর্মে পাঠালেন যে, যেন সে তাকে উটনীটি ফিরিয়ে দেয় এবং আরো সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা অকপটার (ইখলাস) কারণে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১১০]

উট বলে পড়লো

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بن عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ ، بِالأَبْوَاءِ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بن يَحْيَى الْحَاطِبِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بن إِسْمَاعِيلَ بن يَعْقُوبَ بن إِسْمَاعِيلَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمِّهِ سُلَيْمَانَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ زَيْدُ بن ثَابِتٍ : غَدَوْنَا يَوْمًا غُدْوَةً مِنَ الْغَدَوَاتِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى كُنَّا فِي مَجْمَعِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَبَصُرْنَا بِأَعْرَابِيٍّ أَخَذَ بِخِطَامِ بَعِيرِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ حَوْلَهُ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ : وَرَغَا الْبَعِيرُ ، وَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ حَرَسِيٌّ ،

---

১১০. আবদুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর, باب كفارة الأخلاص হাদীস : ১৬৪১৭, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৪৯

فَقَالَ الْحَرَسِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الأَعْرَابِيُّ سَرَقَ الْبَعِيرَ ، فَرَغَا الْبَعِيرُ سَاعَةً وحَنَّ ، فَأَنْصَتَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ رُغَاءَهُ وحَنِينَهُ ، فَلَمَّا هَدَأَ الْبَعِيرُ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْحَرَسِيِّ ، فَقَالَ : انْصَرِفْ عَنْهُ فَإِنَّ الْبَعِيرَ شَهِدَ عَلَيْكَ أَنَّكَ كَاذِبٌ ، فَانْصَرَفَ الْحَرَسِيُّ ، وَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ قُلْتَ حِينَ جِئْتَنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتِ وَأُمِّي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لا تَبْقَى صَلاةٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لا تَبْقَى بَرَكَةٌ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لا يَبْقَى سَلامٌ ، اللَّهُمَّ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا حَتَّى لا تَبْقَى رَحْمَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ أَبْدَاهَا لِي وَالْبَعِيرُ يَنْطِقُ بِعُذْرِهِ ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ قَدْ سَدُّوا الأُفُقَ .

ইমাম তাবরানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২৬০-৩৬০ হি:) 'আল কবীর'[১১১] এ বলেন, হুসাইন বিন ইসহাক, ফারওয়া বিন আবদুল্লাহ বিন সালমা আনসারী থেকে, তিনি হারুন বিন ইয়াইয়া হাতিবী থেকে, তিনি যাকারিয়া বিন ইসমাঈল বিন জায়িদ বিন সাবিত থেকে, তিনি স্বীয় পিতা ইসমাঈল থেকে, তিনি তার চাচা সুলায়মান বিন যায়িদ বিন সাবিত থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত সায়্যিদুনা জায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একদিন প্রত্যুষে আমরা আল্লাহর মাহবুব দানায়ে গুয়ুব মুনাযযাহুন আনিল উয়ূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা মুনাওয়ারার কোন একটি গলিতে সমবেত ছিলাম, তখন এক মরুচারী বেদুইন (আরাবী) কে দেখলাম যে তার উটের লাগাম ধরাবস্থায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে থামল। আমরাও তার চতুস্পার্শে উপস্থিত ছিলাম। সে এভাবে সালাম নিবেদন করলো যে, ' السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ

[১১১]. মু'জামুল কাবীর ফীল হাদীস, কৃত: ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান বিন আহমদ আত তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার মুজামুল কাবীরে ২৫ হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছে। (কাশফুয যুনূন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৩৭)

وَبَرَكَاتُهُ' হুজুর নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, এতো প্রাত:কালে কীভাবে আগমন করলে? তখন উটটি অস্থিরচিত্তে চিৎকার করলো এবং অপর এক ব্যক্তি যে রক্ষক (রাখাল) ছিল, সে অগ্রসর হয়ে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ বেদুইন উটটি চুরি করেছে। উটটি দ্বিতীয়বার চিৎকার করে উদ্বিগ্ন স্বরে ধ্বনি বের করল। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন শ্রবণের জন্য নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং তার বিষণ্নতা ও ফরিয়াদ শ্রবন করলেন। যখন উট তার আবেদন শুনাল তখন তিনি রাখালের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তা থেকে বিরত থাক, কারণ উট তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তুমি মিথ্যুক। যখন রাখাল চলে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাবীর অভিমূখী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তুমি আমার নিকট আসতেছিলে তখন কী পাঠ করেছিলে? সে আরজ করল, আমার মাতা পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হোক। আমি পাঠ করতে ছিলাম, হে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ পরিমাণ দরুদ প্রেরণ করুন যে, কোন দরুদ যেন আর অবশিষ্ট না থাকে। হে আজ্জাওয়াজ্জালা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ পরিমাণ বরকত অবতীর্ণ করুন যে, কোন বরকত যেন আর অবশিষ্ট না থাকে। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজ্জাল্লা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ পরিমাণ সালাম প্রেরণ করুন যে, কোন সালাম যেন আর অবশিষ্ট না থাকে। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা! হুজুর নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর করুণার বারিধারা এ পরিমাণ বর্ষণকরুন যেন কোন করুণা আর অবশিষ্ট না থাকে। (এখানে অবশিষ্ট না থাকার মর্মার্থ হলো করুণা, প্রাচুর্য ও প্রশান্তির আধিক্য)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কর্মকান্ড আমার নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।